الخلافة وَ البيعة

খিলাফাত ও বাই'আত

মূল:

محمد بن إبراهيم التويجري

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী



অনুবাদ:

مظفر بن مقسط

মোজাফফার বিন মুকসেদ

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الخلافة والبيعة

খিলাফত ও বায়‘আত

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

আল-বুরাইদাহ, আল-কাছীম, সঊদী আরব।

الترجمة: مظفر بن مقسط

অনুবাদঃ মোজাফফার বিন মুকসেদ

المُراجعة :عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৭ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা।

সূচিপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আখিরী নাবী মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার সকল পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর, খিলাফতের পতনের পর জাহিলী রাজনীতির কবলে অধিকাংশ মুসলিম দেশ আক্রান্ত। মুসলিমদের বৃহদাংশ জাহিলী রাজনীতি গ্রহণ করেছে। আর ক্ষুদ্র অংশ বিদ‘আতী রাজনীতি গঠন করে আন্দোলন করে আসছে। ফলে কাঙ্খিত খিলাফত, এমনকি কোন রাষ্ট্রে শরী‘আহ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তারা পায়নি। সিয়াসাহ শারঈয়্যাহ বা শারঈ রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাও তাদের ব্যর্থতার বড় কারণ। শারঈ রাজনীতির তিনটি ধারাবাহিক পর্যায় জানা অতীব জরুরী।

প্রথমত: আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দান। কোন দল, গোষ্ঠী, জাতির দিকে নয়। কুরআন ও ছ্বহীহ সুন্নাহর দা‘ওয়াত মানুষের সামনে উপস্থাপন করা।

দ্বিতীয়ত: বায়‘আতের মাধ্যমে কাঙ্খিত খিলাফত গঠন করে খলীফাতুল মুসলিমীন/ইমামুল মুসলিমীন/আমীরুল মুমিনীন-এর আনুগত্য করা। আর তা সম্ভব না হলে কোন রাষ্ট্রেও যদি শরী‘আহ প্রতিষ্ঠা করা যায় সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়ত: রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী‘আতের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ○

হে মু‘মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (খলীফা, ফক্বীহ); কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ (কিতাবুল্লাহ) এবং রসূলের (সুন্নাহর) নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম (রায় বা সিদ্ধান্ত হতে) এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)*।

আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হলো, তার কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হলো তার সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে জামা'আত বদ্ধ থাকতে ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন। দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দীন ও কিতাবুল্লাহ) আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না *(সূরা আলি ইমরান ৩: ১০৩)*। তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেছে। আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তিনি তাদের সংবাদ দিবেন *(সূরা আল আন'আম ৬: ১৫৯)।*

আলোচ্য বইটি লেখকের موسوعة الفقه الإسلامي 'মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী' বইয়ের الباب العشرون ২০তম পর্বের كتاب الخلافة খিলাফহ অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

প্রকাশক:
ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ
পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

খিলাফত [الخلافة]

খলীফা (الخليفة): এমন ইমাম, যিনি দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে শরী‘আত অনুযায়ী সমস্ত উম্মাতকে পরিচালিত করেন।

তাকে **আল্লাহর খলীফা** (خليفة الله) বলা হয়, কেননা আল্লাহ তাকে তার বান্দাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছেন; যাতে করে তিনি তাদের মাঝে শরী‘আত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলীফাও (خليفة رسول الله) বলা হয়, কেননা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইলম (জ্ঞান), ইবাদত, দা‘ওয়াত, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। খলীফা বলার কারণ, তিনি হুকুমের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত।

খলীফার নামসমূহ: খলীফা এমন ব্যক্তি, যার কাছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের ভিন্নতায় তার নামও ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-

১. খলীফা (الخليفة),

২. মুসলিমদের ইমাম (إمام المسلمين),

৩. মুমিনদের আমীর (أمير المؤمنين),

৪. বাদশাহ (الملك),

৫. রাষ্ট্র প্রধান (الرئيس),

৬. রাজা-বাদশা (السلطان),

৭. শাসক (الحاكم)। খলীফা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্ণর, শাসক, নেতা ও কাযী নিযুক্ত করেন।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: ٢٦]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গেছে *(সূরা ছ্বদ ৩৮:২৬)।*

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: ١٢٤]

যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম বা নেতা বানাব। সে বলল, আমার বংশধরদের থেকেও? তিনি বললেন, যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না *(সূরা আল বাকারা ২:১২৪)।*

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ } [المائدة: ٢٠]

যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন এমন কিছু, যা সকল সৃষ্টির কাউকেই দান করেননি’ *(সূরা আল মায়িদা ৫:২০)।*

৪। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». متفق عليه

যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা‘আলারই আনুগত্য করল, যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ তা‘আলারই নাফরমানী করল। যে আমীরের আনুগত্য

করল, সে আমারই আনুগত্য করর। আর যে আমীরের নাফরমানী করল, সে আমারই নাফরমানী করল।[১]

৫। সাফিনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلكَ أَوْ مُلكَهُ مَنْ يَشَاءُ» أخرجه أبو داود والترمذي

নবুঅতের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বাদশাহী বা তার রাজত্ব দান করবেন।[২]

রাজত্ব কার নিয়ন্ত্রণে

যার হাতে রাজত্ব তিনি একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নেন, হোক সে মুসলিম বা কাফির।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .. [آل عمران: ٢٦]

তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান *(সূরা আলি ইমরান ৩:২৬)।*

---

১. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৯৫৭, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৮৫৯।

২. হাসান: আবূ দাউদ, হা/৪৬৪৬, তিরমিযী, হা/২২২৬।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} [المائدة: ٢٠]

আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন এমন কিছু, যা সকল সৃষ্টির কাউকেই দান করেননি' *(সূরা আল মায়িদা ৫:২০)।*

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: ٢٥٨]

তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইব্রাহীম বলল, আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না *(সূরা আল বাকারা ২:২৫৮)।*

খিলাফতের বিধানাবলী [أحكام الخلافة]

খলীফা নিয়োগের বিধান (حكم نصب الخليفة):

ক। মুসলিমদের জন্য ইমাম-আমীর/ খলীফা (শাসক) নিযুক্ত করা ওয়াজীব (نَصْب الإمام للمسلمين واجب)। যাতে করে তিনি তাদের মাঝে-

- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করতে পারেন
- মানুষের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন
- দণ্ডবিধি কায়েম করতে পারেন
- হক্ব আদায় করতে পারেন
- ইসলামের সুরক্ষা করতে পারেন
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করতে পারেন
- আল্লাহর পথে আহ্বান (দা'ওয়াত) করতে পারেন
- দীনের বিধানাবলী শিক্ষা দিতে পারেন এবং
- নৈরাজ্য দমন করতে পারেন।

সুতরাং মুসলিমদের জন্য এমন ইমাম (খলীফা) আবশ্যক, যিনি দীনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন, ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার-ফায়ছালা করবেন, যালিমদের কঠোর হস্তে দমন করবেন এবং মাযলুমদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (৫৯)} [النساء: ৫৯]

হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٩] .

আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফায়ছালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক *(সূরা আল মায়িদা ৫:৪৯)।*

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِه بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه مسلم برقم (١٨٥١)

যে আমীরের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন চুক্তি (বায়'আত) নেই তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।[৩]

খ। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করতেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের বায়'আত নিলেন। অতঃপর আবু বকর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খলীফা নিযুক্ত করলেন। তারপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছয় জন বিশিষ্ট ছাহাবীর মধ্য হতে একজনকে খলীফা নিযুক্ত করতে বললেন। তারা উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খলীফা মনোনীত করলেন। অতঃপর উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাতের পর ছাহাবায়ে কেরাম আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে খিলাফতের বায়'আত নিলেন।

৩. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৫১।

খলীফা নিয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

খলীফা নিয়োগ ও বায়‘আত গ্রহণের দায়িত্বে থাকবেন ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ [أهل الحل والعقد] । যারা হবেন আল্লাহ-ওয়ালা আলিম (العلماء الربانيين), বিশিষ্ট গণ্যমান্য (والرؤساء) ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা একজন ব্যক্তিকে উম্মাতের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করবেন।

যেমন- মুহাজির ও আনছার খোলাফায়ে রাশিদীনকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের [আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ] জন্য মনোনীত খলীফার নির্দেশাবলী শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা আবশ্যক। আর খলীফা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের মাধ্যমে তাদের ফায়ছালা করবেন।

খিলাফত গঠন করা ফরযে কিফায়া (فرض كفاية) এবং এ ফরযিয়াত দু’শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য:

ক. শূরা পরিষদ (أهل الشورى): কেননা তারা ইমাম নিযুক্ত করবেন।

খ. নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি: কেননা তিনি ইমাম হিসাবে নিযুক্ত হবেন। আর যখন নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র একজন থাকেন, তখন তার জন্য দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া আবশ্যক, যদিও তাকে প্রস্তাব করা না হয়, যদি তিনি মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষাকারী হন।

১। আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন,

{وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۞ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: ٥٤ – ٥٥]

আর বাদশা বলল, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে নিজের জন্য আপন করে নেব। অতঃপর যখন সে তার সাথে কথা বলল, তখন বলল, নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আস্থাভাজন। সে বলল, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ *(সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৫)।*

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ... [الشورى: ٣٨]

তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে *(সূরা আশ শূরা ৪২:৩৮)।*

খিলাফতের উদ্দেশ্য [مقاصد الخلافة]

ইসলামে খিলাফত (الخلافة), নেতৃত্ব (الإمامة) ও কর্তৃত্ব (الحكم) একটি মাধ্যম, কিন্তু তা মুখ্য নয়। খিলাফত বৃহৎ ইবাদতের একটি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তার যথাযথ হক্ব আদায় করবে। কেননা খিলাফতের মাধ্যমে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

খিলাফতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা, যেভাবে তিনি বিধান দিয়েছেন।
- সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।
- কল্যাণকর কাজের প্রসার করা।
- যাবতীয় অন্যায় নির্মূল করা। এসবগুলি উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্ত বড় দু’টি উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।

  ক. ইক্বামাতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা করা (إقامة الدين)

  খ. দীনের মাধ্যমে দুনিয়া পরিচালনা করা (وسياسة الدنيا به)

ক. সঠিক দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা: দীন প্রতিষ্ঠা দু’টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথমত: কুরআন ও সুন্নাহর হিফাযত করা, তদনুযায়ী আমল করা, মানুষকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, যাতে করে দীন স্বচ্ছ, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়ভাবে চলমান থাকে, যতদিন আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবী ও তার অধিবাসীকে টিকিয়ে রাখেন।

আর তা পরিপূর্ণ হবে- খলীফা ও নাগরিক সকলের যৌথ দীন প্রচারের মাধ্যমে, দীনের দা‘ওয়াতের মাধ্যমে-লেখনী, বক্তব্য ও জিহাদের দ্বারা।

ইসলামের শত্রু কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ‘আত, বাতিল (আক্বীদা ও আমল) উৎখাত করা এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় দূরীকরণের মাধ্যমে দীনকে রক্ষা করা। সর্বস্তরের মুসলিমের নিরাপত্তা বিধান করা, সীমান্ত রক্ষা করা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা, যাতে মানুষ তাদের জান-মাল এবং দীনের ব্যাপারে নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: জনসাধারণের জীবনের সর্বক্ষেত্রে শারঈ দণ্ডবিধি ও আইন বাস্তবায়ন করা, যাতে তাদের পরিশুদ্ধি হয়। মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো উৎসাহ প্রদান, কখনো নমনীয়তা ও কঠোরতার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক দীনের উপর পরিচালিত করা।

খ. দীন দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করা: আর তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দ্বারা মানুষদের পরিচালনা করার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কেননা দীন ইসলাম পরিপূর্ণ এবং সকল বিষয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ।

খিলাফতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরো হচ্ছে- ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যুলুম নির্মূল করা, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা, বিভক্তি দূর করা, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করা, মুসলিমদের কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু বিনিয়োগ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: ٢٦]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল *(সূরা ছোয়াদ ৩৮:২৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:٣]

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে *(সূরা আল মায়িদা ৫:৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: ٨٩]

আর আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ *(সূরা আন নাহল ১৬:৮৯)*।

দীন (ইসলাম) ব্যতীত দুনিয়া পরিচালনা করার বিধান

[حكم سياسة الدنيا بغير الدين]

ইমামুল মুসলিমীন (إمام المسلمين) বা খলীফার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করা। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কারো জন্য জায়েয নেই।

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কুফরী (كفر), যুলুম (ظلم) ও ফাসিকী (فسق)। মূলতঃ ঈমান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফায়ছালার বিষয়টি কোন বান্দার হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। কেননা, এতদুভয়ের একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ত্বগূতকে অস্বীকার করা ছাড়া প্রকৃত ঈমান কল্পনা করা যায় না।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]

আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়ছালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফির *(সূরা আল মায়িদা ৫:৪৪)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]

আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা করবে না, তারাই হচ্ছে যালিম *(সূরা আল মায়িদা ৫:৪৫)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧]

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা না করে, তারাই হচ্ছে ফাসিক *(সূরা আল মায়িদা ৫:৪৭)*।

৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)} ... [النساء: ٦٥]

অতএব তোমার রবের কসম তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়ছালা দেবে, সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় *(সূরা আন নিসা ৪:৬৫)।*

৫। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} ... [النساء: ٦٠]

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে *(সূরা আন নিসা ৪:৬০)।*

জাহিলিয়্যাতের বিধান [حكم الجاهلية]

যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করলো, সে জাহিলিয়্যাতের বিধান দ্বারা ফায়ছালা করলো। আর যেসব অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়, আল্লাহ ও তদীয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধান বর্জন করে, জাহিলী বিধানকে শরী'আত ও জীবন যাপনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে, তারা সবাই ত্বগূত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে, চার শ্রেণীর মানুষ এ মহাপাপে পতিত হয়:

১। বিধান/আইন প্রণেতা (المشرِّع): যে এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যেগুলি দ্বারা মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করা হয়, তাকে আইন প্রণেতা বলে।

২। সমর্থক ও রক্ষাকারী (المدافع): যে ব্যক্তি উক্ত আইন ও বিধান বাস্তবায়ন করে এবং তা সমর্থন ও রক্ষা করে, তাকে সমর্থক ও রক্ষাকারী বলে।

৩। ফায়ছালাকারী (الحاكم): যে উক্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়ছালা করেন, তাকে ফায়ছালাকারী বলে।

৪। শাসিত (المحكوم): যদি সে ঐ বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ... [المائدة: ٥٠]

তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫০)*।

উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» أخرجه مسلم برقم (١٨٥٤)

অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে ও অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল, সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল ও তাদের অনুসরণ করল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।[৪]

---

৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৪

খিলাফতের হক্বদার [أهل الخلافة]

খিলাফত কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে (الخلافة في قريش)। মানুষ কুরাইশদের অনুসরণ করবে (والناس تبع لقريش)।

১। মু'আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري برقم (٧١٣٩)

খিলাফত ও নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে, যতদিন তারা দীনের উপর দৃঢ় থাকবে। আর যে কেউ তাদের বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ তাকেই অধোমুখে জাহান্নামে নিপতিত করবেন।[৫]

২। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٠١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٢٠)

খিলাফত ও নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে, যতদিন তাদের মধ্যে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।[৬]

৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٩٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨١٨)

খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশদের অনুগত থাকবে। মুসলিমগণ তাদের মুসলিমদের এবং কাফিরগণ তাদের কাফিরদের অনুগত।[৭]

---

৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৩৯

৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫০১, ৭১৪০ ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২০।

৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৯৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮১৮।

‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’ এর শর্তাবলী [شروط أهل الحل والعقد]

উম্মাতের পক্ষ থেকে যারা ইমাম (খলীফা) মনোনীত করবে তাদের শর্তাবলী:

১। ন্যায়পরায়ণতা (العدالة): যে ন্যায়পরায়ণতা তাদেরকে শরী‘আতের আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানবিকতা ও তাকওয়ার উপর পরিচালিত করে।

২। জ্ঞান (العلم): যে জ্ঞান দ্বারা ইমাম বা খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায়।

৩। প্রজ্ঞা ও সঠিক মতামত (الحكمة والرأي السديد): যে প্রজ্ঞা ও মতামত দ্বারা যোগ্যতম ও অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যায়।

৪। ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’ এমন ব্যক্তিবর্গ হওয়া, যাদের প্রতি জাতি আস্থা পোষণ করে, তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের নছীহত ও উত্তম চয়নের প্রতি আস্থা রাখে।

ইমামের জন্য বাইয়াতকে সুদৃঢ়করণ করা

আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ এর কর্তব্য: আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ এর কর্তব্য ন্যায় ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন ও অগ্রাধিকার প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা পর্যবেক্ষণ করবে কারা মুসলিমদের নেতা হওয়ার যোগ্য। তারপর তাদের অধিকাংশই উত্তম ও পরিপূর্ণ শর্তসহকারে বাইয়াত গ্রহণ করবে। ইমামের আনুগত্য গ্রহণ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, যেন তারা বাইয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। তারা যখন একজনকে মনোনয়ন দিবে, তিনি এতে সাড়া দিলে তার উপর নেতৃত্ব অর্পিত হবে। তখন তার নিকট মানুষ বায়‘আত করবে। ইমাম দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জনগণ তার আনুগত্য করবে, মুখ ফিরিয়ে নিবে না। বরং বায়‘আতের উপর অটল থাকবে ও আস্থাশীল হবে।

কাউকে ইমাম হতে বিরত রাখলে, সে কোন অভিযোগ পেশ করবে না। কারণ তার চাইতে অধিক যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। দু’জন ইমাম হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হলে- সময়োপযোগী, দেশের পরিস্থিতি সাপেক্ষে ও জাতীর প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ রেখে যিনি বয়সে বড়, জ্ঞানী ও সাহসী তাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ইমাম হওয়ার যোগ্যতা [ما تُنال به الإمامة]

ঈমান, নেক আমল, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে 'আল-ইমামাতুল কুবরা' বা বড় ইমাম (খলীফা) এবং 'আল-ইমামাতুছ-ছুগরা' বা ছোট ইমাম (ছ্বলাতের ইমাম) হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٥٥]

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফুরী করবে তারাই ফাসিক *[সূরা আন নূর ২৪:৫৫]*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: ٢٤]

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত *[সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪]*।

গোলামদের নেতৃত্ব প্রদানের বিধান [حكم استعمال الموالي]

স্বাধীন মুসলিম পুরুষরাই কেবল বৃহত্তর নেতৃত্ব দিবেন। তবে, বৃহত্তর নেতৃত্বের বাইরে অন্যান্য নেতৃত্বে ইমাম বা মুসলিম শাসক গোলাম ও ক্রীতদাসদের নিয়োগ দিতে পারেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ. أخرجه البخاري برقم (٧١٧٥)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুযাইফার দাস সালিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাসজিদে কুবাতে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরীন ও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীগণের ইমামতি করতেন। যাদের মধ্যে আবু বকর, উমার, আবু সালামা, যায়েদ ও আমির ইবনু রবী'আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন।[৮]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» أخرجه البخاري برقم (٦٩٣)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও (তোমাদের উপর) এমন কোন হাবশীকে নেতা নিয়োগ করা হয় যার মাথা কিসমিসের মতো।[৯]

---

৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৭৫।

৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯৩।

খলীফার বিধানাবলি [أحكام الخليفة]

খলীফা হওয়ার শর্তাবলি (شروط الخليفة):

মুসলিমদের নেতৃত্ব প্রদানকারী খলীফার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকতে হবে:

১। মুসলিম হওয়া (**الإسلام**): কোন কাফির মুসলিমদের ইমাম হতে পারবেন না।[১০]

২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (**البلوغ**): অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়।[১১]

৩। বিবেক সম্পন্ন হওয়া (**العقل**): পাগলের নেতৃত্ব চলবে না।[১২]

৪। স্বাধীন হওয়া (**الحرية**): কেননা কোন দাসের তার নিজের উপরই কোন কর্তৃত্ব নেই। তাহলে অন্যের উপর তার কর্তৃত্ব হবে কিভাবে?

৫। জ্ঞান থাকা (**العلم**): অতএব, আল্লাহর হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে মুর্খ ব্যক্তির নেতৃত্ব বিশুদ্ধ নয়।[১৩]

৬। ন্যায়পরায়ণতা থাকা (**العدالة**): ফাসিক ব্যক্তির নেতৃত্ব চলবে না।[১৪]

৭। পুরুষ হওয়া (**الذكورية**): সেজন্য, মহিলার নেতৃত্ব তার শারীরিক দুর্বলতা, দীনের অপরিপূর্ণতা ও বিবেকের স্বল্পতার কারণে চলবে না।[১৫]

৮। জাতির নানাবিধ প্রয়োজনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে (**حصافة الرأي في القضايا المختلفة من حاجات الأمة**)।

---

১০. সূরা আন নিসা ৪:১৪১, সূরা আল ইমরান ৩:১১৮।

১১. সূরা আল আন'আম ৬:১৫২, সূরা ইউসুফ ১২:২২।

১২. সূরা আন নিসা ৪:৫।

১৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১০০।

১৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫০১।

১৫. সূরা আন নিসা ৪:৩৪, ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৪২৫।

৯। ব্যক্তিগত গুণাবলী দৃঢ়তাপূর্ণ হতে হবেঃ যেমন, সাহসিকতা, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, হারামের ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে দৃঢ়চেতা হওয়া ইত্যাদি।

১০। শারীরিক সক্ষমতা (الكفاية الجسدية):[১৬] অর্থাৎ শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় সুস্থ থাকতে হবে, যেগুলি না থাকলে তার মতামত ও কর্মের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

১১। নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহ না থাকা (عدم الحرص على الولاية): সে কারণে যে নেতৃত্ব চাইবে এবং নেতৃত্বের প্রতি লালায়িত হবে, তাকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা যাবে না।[১৭]

১২। কুরাইশ বংশের হওয়া (القرشية): কুরাইশগণ আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম।[১৮] যতদিন তারা দীন প্রতিষ্ঠিত রাখবে ও কালিমা সুউচ্চ করবে, ততদিন নেতৃত্ব তাদের মধ্যেই থাকবে।

অনুরূপভাবে, যার হুকুম বাস্তবায়িত হয় এবং অধিকাংশ জনগণ যার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তাকেও কুরাইশদের মত হিসাব করা হবে। আর এভাবে তিনি মান্যবর ও সন্তোষভাজন হবেন এবং তার দ্বারা একতা প্রতিষ্ঠিত হবে ও বিভেদ বিদূরিত হবে।

তবে, কেউ যদি জোর করে নেতৃত্ব গ্রহণ করে, আর ফিতনার আশঙ্কা হয়; তখন আল্লাহর অবাধ্যতায় ছাড়া তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

---

১৬. সূরা আল বাকারা ২:২৪৭।

১৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৭।

১৮. মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫০১, ৭১৪০ ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২০।

নারী নেতৃত্বের বিধান [حكم تولية المرأة الحكم]

প্রত্যেকটি বিষয়, যা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবার যুগে সংঘটিত হয়নি অথচ তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, তা-ই হচ্ছে বিদ‘আত; যা করা বা যার স্বীকৃতি দেয়া বা তদনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই।

যে ব্যক্তি নারীকে পুরুষদের বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, নেত্রী, মন্ত্রী, বিচারক, শূরা সদস্য এবং অন্যান্য বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেয়ার বৈধতা দেয়, যেগুলি শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যেগুলিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সে আল্লাহর শরী‘আতের বিরুদ্ধাচরণ করে, দীনের মধ্যে নতুন জিনিসের জন্ম দেয় এবং এমন বিধান প্রণয়ন করে, যার অনুমোদন আল্লাহ দেননি।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ‘মাজলিসে শূরা’ বা ‘পরামর্শ সভা’ ছিল, অথচ অনেক জ্ঞানী মহিলা থাকা সত্ত্বেও একজন নারীও তার সদস্য ছিলেন না। এমনকি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণও শূরা সদস্য ছিলেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤]

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে *[সূরা নিসা ৪:৩৪]*।

আবু বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». أخرجه البخاري برقم (٧٠٩٩)

তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ আমাকে উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় বড়ই উপকৃত করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।[১৯]

১৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৯৯

নেতৃত্ব চাওয়ার বিধান [حكم طلب الإمارة]

১। নেতৃত্ব চাওয়া ও সে ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া কারো জন্য বৈধ নয়। আর যে নেতৃত্ব চাইবে, তাকে তা প্রদান করা হবে না।

عَنْ عَبدالرَّحمنِ بنِ سَمرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم –: «يَا عبدَالرّحمنِ ابنَ سَمرةَ، لا تسْأل الإِمارةَ، فإنْ أُعطيتَها عَن مسْألةٍ وُكلتَ إليهَا، وإنْ أُعطيتَها عَنْ غيرِ مسْألةٍ أُعنتَ علَيها» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٤٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٥٢)

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তার সকল দায়িত্বভার তোমার উপরই বর্তাবে। পক্ষান্তরে, যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে তা দেয়া হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা তোমাকে করা হবে।[২০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ» أخرجه البخاري برقم (٧١٤٨)

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অচিরেই তোমরা নেতৃত্বের প্রতি লোভ করবে, অথচ কিয়ামাতের দিন তা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধা দানকারিণী।[২১]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ الله، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٤٩) , ومسلم برقم (١٧٣٣) كتاب الإمارة)

---

২০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৭।

২১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৮।

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার কওমের দু'ব্যক্তি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। সে দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে 'আমীর' নিযুক্ত করুন। অন্যজনও ঐরূপ কথাই বললেন। জবাবে তিনি বললেন, 'যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না'।[২২]

২। সক্ষম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির জন্য নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া বৈধ, যদি তার চেয়ে যোগ্যতর কেউ না থাকে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের রাজার কাছ থেকে নেতৃত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۞ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: ٥٤ – ٥٥]

আর বাদশা বললেন, 'তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তাকে নিজের জন্য আপন করে নেব। অতঃপর যখন তিনি তার সাথে কথা বললেন, তখন বললেন, নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আস্থাভাজন। তিনি বললেন, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ' *[সূরা ইউসুফ ১২: ৫৪-৫৫]*।

নেতৃত্ব থেকে দুর্বলদের বিরত থাকা

নেতৃত্ব আমানত স্বরূপ। দুর্বল ব্যক্তি আমানত রক্ষা করতে পারে না। নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকাই তার জন্য উত্তম। তাতে আমানত সুরক্ষিত হবে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَر إِنّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدّى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» (مسلم ١٨٢٥)

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করবেন? তখন তিনি তার হাত দিয়ে আমার কাঁধে

২২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৯।

আঘাত করে বললেন, হে আবূ যার! তুমি দুর্বল। অথচ এটি হচ্ছে আমানাত। আর কিয়ামাতের দিন এ হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা। তবে যে এর হক সম্পূর্ণ আদায় করবে তার কথা ভিন্ন।[২৩]

খলীফার দায়িত্ব-কর্তব্য [وظيفة الخليفة]

১। ন্যায় বিচার করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা:[২৪]

{إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: ٢٦]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সূরা ছ্বদ ৩৮:২৬)।

২। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করা ও তাতে অটল থাকা:[২৫]

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٩]

---

২৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২৫

২৪. রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইমাম বা শাসক ঢাল স্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং শত্রুর ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে যদি তাক্বওয়া ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তবে তার জন্য সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি ন্যায় ব্যতীত অন্য কিছু আদেশ করে তবে সে পাপের জন্য দায়ী হবে *(ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৪১)*

২৫. যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব (بِكِتَابِ اللهِ) অনুসারে পরিচালনা করে, তবে তার কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে *(ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩৮)*।

আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফাছছালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক *(সূরা আল মায়িদা ৫:৪৯)।*

ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসকের মর্যাদা [فضيلة الإمام العادل]

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: ٩]

আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালোবাসেন *[সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯]।*

২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٢٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٣١)

যে-দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সে-দিন আল্লাহ তা‘আলা সাত প্রকার মানুষকে তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন: ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসক, যে যুবক

আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে, যে ব্যক্তির অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মাসজিদের সাথে থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে। উভয়ে একত্রিত হয় সে মহব্বতের উপর আর পৃথকও হয় সে মহব্বতের উপর, এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে, তখন সে বলেছে: আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে ছ্বদাক্বা (দান) করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না এবং যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়।[২৬]

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إنّ المُقْسطِينَ عنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ منْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزّ وَجَلّ، وَكِلتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» أخرجه مسلم برقم (١٨٢٧)

ন্যায় বিচারকগণ আল্লাহর নিকটে নূরের মিম্বারসমূহে মহামহিম দয়াময়ের ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। তার উভয় হাতই ডানহাত। যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।[২৭]

অত্যাচারী ইমাম বা শাসকের শাস্তি [عقوبة الإمام الجائر]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} ... [الفرقان: ١٩]

আর তোমাদের মাঝে যে যুলম করবে তাকে আমি মহা আযাব আস্বাদন করাব *[সূরা ফুরকান ২৫:১৯]।* রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّته، إلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»
(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٥٠-٧١٥١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢)

২৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪২৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৩১।

২৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২৭।

কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং তার মৃত্যু হয় জনগণের সাথে খিয়ানতকারীরূপে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।[২৮]

ভালো শাসক ও মন্দ শাসক [خيار الأئمة وشرارهم]

عَنْ عَوْف بْنِ مَالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «خِيَارُ أَئمّتكُمُ الّذينَ تُحبّونَهُمْ وَيُحبّونَكُمْ، وَيُصلّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصلّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئمّتكُمُ الّذينَ تُبْغضُونَهُمْ وَيُبْغضُونَكُمْ وَتَلعنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُمْ» قيلَ: يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ نُنَابذُهُمْ بالسّيْف؟ فَقَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصّلاَةَ، وَإذَا رَأَيْتُمْ منْ وُلاَتكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزعُوا يَداً منْ طَاعَةٍ» أخرجه مسلم برقم (١٨٥٥)

আওফ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু‘আ করে আর তোমরাও তাদের জন্য দু‘আ কর। পক্ষান্তরে, তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হলো হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করবো না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছ্বলাত কায়িম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিবে না।[২৯]

---

২৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৫০-৭১৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪২।

২৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৫।

ইমামের সহচরদের আলোচনা [بطانة الإمام وأهل مشورته]

عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَان: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوف وَتَحُضُّهُ عَلَيْه، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْه، فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى». أخرجه البخاري برقم (٧١٩٨)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ যাকেই নাবী হিসেবে পাঠান এবং যাকেই খলীফা নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে ঘনিষ্ঠ জন থাকে। এক ঘনিষ্ঠ জন তাকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করেন। আর এক ঘনিষ্ঠ জন তাকে মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং এ মন্দ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কাজেই নিষ্পাপ ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন।[৩০]

একই রাষ্ট্রে দু'জন খলীফার বায়'আতের (আনুগত্য) বিধান [الحكم إذا بويع لخليفتين في بلد واحد]

عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا» أخرجه مسلم برقم (١٨٥٣)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যদি দু'জন খলীফার জন্য বায়'আত গ্রহণ করা হয় তবে তাদের দ্বিতীয় জনকে হত্যা করবে।[৩১]

---

৩০. ছ্বহীহ বুখারী ৭১৯৮।

৩১. ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৫৩।

বিচারক ও অন্যান্যদের অন্যায় বিচারের বিধান
[حكم غلول الحكام وغيرهم]

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [آل عمران: ١٦١]

আর কোন নাবীর জন্য উচিত নয় যে, সে খিয়ানত করবে। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদেরকে যুলম করা হবে না *(সূরা আলি ইমরান ৩:৬১)*।

২। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী আমাদের মাঝে দাঁড়ান এবং গানীমাতের মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তা মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

«لا ألفِيَنَّ أحَدَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِه شَاةٌ لَها ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِه فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أغِثْنِي، فَأقُولُ لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِه بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أغِثْنِي، فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أبْلَغْتُكَ وَعَلَى، رَقَبَتِه صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أغِثْنِي، فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أبْلَغْتُكَ، أوْ عَلَى رَقَبَتِه رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أغِثْنِي، فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أبْلَغْتُكَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٧٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٣١)

আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, সে তার বকরি বেয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তার কাঁধে আছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো দুনিয়ায় তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে হে আল্লাহর রসূল! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহয্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে

বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমুহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।[৩২]

৩। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – رَجُلٌ يُقال لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ، فَقال رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «هُوَ فِي النَّارِ». فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٧٤) ، ومسلم برقم (٢٤٧٦)

আল্লাহর রসূল এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তাকে দেখতে গেল আর তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাৎ করেছিল।[৩৩]

খলীফা একই জায়গায় দু’জন শাসক/আমীরকে প্রেরণ করলে তার নিয়ম

عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٧٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٣٣)

আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী আমার পিতা ও মু‘আয ইবনু জাবালকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ কর, কঠোর করো না, তাদের সুসংবাদ দাও, ভয় দেখাবে না এবং পরস্পর পরস্পরকে মেনে চলো।[৩৪]

---

৩২. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩১।

৩৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৭৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৭৬।

৩৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৭২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৩৩।

দায়িত্বশীলদের হাদিয়া/উপহার দেয়ার বিধান

عَنْ أَبِي حُمَيْد السّاعديّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – رَجُلاً منَ الأَزْد عَلى صَدَقَات بَني سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبيّة، فَلَمّا جاءَ حَاسَبَه، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَديّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم –: «فَهلاّ جَلَسْتَ في بَيْت أَبيكَ وَأُمّكَ حَتّى تَأْتِيَكَ هَديّتُكَ، إنْ كُنْتَ صَادقاً؟» ثُمّ خَطَبَنَا فَحَمدالله وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمّ قَالَ: «أَمّا بَعْدُ، فَإنّي أَسْتَعْمِلُ الرّجُلَ منكُمْ عَلَى العَمَلِ ممّا وَلاّني الله، فَيَأْتي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَديّةٌ أُهْديَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ في بَيْت أَبيه وَأُمّه حَتّى تَأْتيهُ هَديّتُهُ إنْ كَانَ صَادقاً، وَالله لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ منْكُمْ منْهَا شَيْئاً بغَيْرِ حَقّه إلاّ لَقيَ اللهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يوْمَ القيَامَة، فَلأَعْرِفَنّ أَحَداً منْكُمْ لَقيَ اللهَ يَحْملُ بَعيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعرُ»، ثُمّ رَفَعَ يَدَيْه حَتّى رُؤيَ بَيَاض إبْطَيْه، ثُمّ قَالَ: «اللهم هَل بَلّغْتُ؟» بَصُرَ عَيْني وَسَمعَ أُذُني . متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم (٦٩٧٩) , ومسلم برقم (١٨٣٢)، واللفظ له

আবু হুমাইদ সা'ঈদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আযদ গোত্রের লুতাবিয়্যাহ নামে এক লোককে বনী সুলাইম গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে আসল তখন তিনি তার নিকট হতে হিসাব-নিকাশ নিলেন। সে বলল এগুলো আপনাদের মাল, আর এগুলো (আমাকে দেয়া) হাদিয়া। তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে হাদিয়া পৌঁছে যেত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর গুণ বর্ণনা করার পর বললেন: আমি তোমাদের কাউকে এমন কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ করে এসে বলে এ হলো তোমাদের মাল আর এ হলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না, সেখানে এমনিতেই হাদিয়া পৌঁছে যেত? আল্লাহর কসম! তোমরা যে কেউ অন্যায় পন্থায় কোন কিছু গ্রহন করবে, সে ক্বিয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আমি তোমাদের কাউকে ভালোভাবেই চিনব, যে সে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে উট বহন করে; আর উট আওয়াজ দিতে থাকবে। অথবা গাভী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। অথবা বকরী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। তারপর তিনি আপন হাত দু'টি এতদুর উত্তোলন করলেন যে তার বগলের

শুভ্রতা দেখা যাচিছল। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমার দু’চোখ সে অবস্থা দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে।[৩৫]

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الكِنْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه مسلم برقم (١٨٣٣)

আদী ইবনু উমাইরাহ আল-কিন্দী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি : আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে আদায়কারী নিযুক্ত করি, আর সে একটি সূঁচ পরিমাণ বা তার চাইতেও কম মাল আমাদের কাছে গোপন করে, তাই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।[৩৬]

খিলাফত গঠনের পদ্ধতি [طرق انعقاد الخلافة]

ইমাম (খলীফা) নির্ধারণের পদ্ধতি (طرق ثبوت ولاية الإمام):

মুসলিমদের শাসক নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবেন:

১। ইমাম বা শাসক নির্বাচিত হবেন মুসলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সৎকর্মশীল যোগ্য আলিম ও নেককার ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’ এর বায়‘আতের মাধ্যমে ইমামের নেতৃত্ব সম্পন্ন হবে।

২। পূর্ববর্তী খলীফার/ইমামের মনোনয়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে।

৩। কতিপয় সৎকর্মশীল ও মুত্তাকী ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত শূরা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নির্ধারণ করবেন।

৪। কেউ যদি জোর করে এমনভাবে ক্ষমতা দখল করে যে, জনগণ তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকে শাসক হিসাবে মেনে নেয়, তবে আল্লাহর অবাধ্যতার বিষয় না হলে তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য আবশ্যক।

---

৩৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৬৯৭৯, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৩২।

৩৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩৩।

খলীফা রাশিদীনের নেতৃত্ব নির্ধারণের পদ্ধতি [طرق تولية الخلفاء الراشدين]

খলীফা রাশিদীনের নেতৃত্ব দু'টি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়েছে:

প্রথম: মনোনয়নের মাধ্যমে (الاختيار):

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর মনোনয়নের মাধ্যমে খলীফা নির্ধারণ করা। এ পদ্ধতি আবু বকর ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উভয়ের নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর এটি ইসলামে শাসক নির্ধারণের মৌলিক পদ্ধতি।

দ্বিতীয়: পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার মাধ্যমে (الاستخلاف):

যখন খলীফা বুঝতে পারেন যে, তার মৃত্যু সন্নিকটে অথবা তিনি যখন কাউকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করেন, তখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সাথে পরামর্শ করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন। যিনি তার পরবর্তীতে খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিবেন। তিনি মাত্র একজন ব্যক্তি হতে পারেন, যেমন- আবুবকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রধান প্রধান মুহাজির ও আনসার ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে খলীফা নিযুক্ত করেছেন।

অথবা কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে একজন খলীফা হবেন। যেমন- উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছয়জন (উসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, আবু উবাইদা, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ) ছাহাবীর মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে বললেন। তারা পরামর্শ করে উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে খলীফা মনোনীত করলেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فِي مَرَضِه: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، أَبَاك وَأَخَاك، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ». متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٦٦٦) , ومسلم برقم (٢٣٨٧)، واللفظ له.

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার রোগ শয্যায় বললেন : তোমার আব্বা ও ভাইকে আমার কাছে ডাক। আমি একটা চিঠি লেখে দেই। কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি

আকাঙ্খা পোষণ করবে, আর কেউ দাবি করে বসবে যে, আমিই হকদার। অথচ আবু বকর ব্যতীত ভিন্ন কাউকে আল্লাহ মেনে নিবেন না এবং মুসলিমরাও মেনে নিবে না।[৩৭]

وَعَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِه مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ». (صحيح/ أخرجه أحمد (١٧١٤٤) وأخرجه الترمذي (٢٦٧٦)

ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: একদিন ফজরের ছ্বলাতের পর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন এক উচ্চমানের নসীহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এতো বিদায়ী ব্যক্তির মতো নসীহত, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি কী অসীয়ত করে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমাদের আমি আল্লাহকে ভয় করার অসীয়ত করছি। যদি হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয় তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা সাবধান থাকবে নতুন নতুন (বিদ‘আত) বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে। কারণ তা হলো গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে তার কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে।[৩৮]

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٣٢٤٥) وأخرجه الترمذي برقم (٣٦٦٢).

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার পর তোমরা আবু বকর ও উমারের আনুসরণ করবে।[৩৯]

---

৩৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৬৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৮৭।

৩৮. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৬৭৬, মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৪৪, ইবনে মাজাহ।

৩৯. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৬৬২, মুসনাদে আহমাদ হা/২৩২৪৫।

খলীফা রাশিদীনের মর্যাদা [فضائل الخلفاء الراشدين]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: «عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ». فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَبَكَى، فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – هُوَ المُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ، لاَ تُبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٩٠٤) , ومسلم برقم (٢٣٨٢)، واللفظ له.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হলো দুনিয়ার ভাগ বিলাস আর আরেকটি আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। এ কথা শুনে আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য কুরবানী করলাম। তার অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর আবূ বাকরই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উপর সর্বাধিক অনুগ্রহ আবূ বাকরের সম্পদের ও সঙ্গ দানেও। আমি যদি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বাকরকেই করতাম। এখনতো ইসলামী ভ্রাতৃত্বই রয়েছে। মাসজিদের দিকে আবূ বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।[৪০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٦٩) واللفظ له, ومسلم برقم (٢٣٩٨)

৪০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৩৯০৪, ছ্বহীহ মুসলিম ২৩৮২।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের পূর্বের উম্মাতগণের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[৪১]

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. أخرجه البخاري (أخرجه البخاري برقم (٣٦٥٥)

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছাহাবীগণের পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে, তারপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে। অতঃপর উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে।[৪২]

وَعَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ –أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ– غَدًا رَجُلاً يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ». فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ. متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم (٣٧٠٢)، واللفظ له, ومسلم برقم (٢٤٠٧)

সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে খইবার যুদ্ধে যাননি। কেননা তার চোখ অসুস্থ ছিল। এতে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে যাব না? অতঃপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ বিজয় দান করলেন, তার আগের রাতে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল ভোরে আমি এমন এক লোককে পতাকা দিব অথবা বলেছিলেন যে, এমন এক লোক ঝাণ্ডা ধারণ করবে যাকে আল্লাহ এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসেন অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসে। তার মাধ্যমে আল্লাহ

৪১. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৬৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৯৮।

৪২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৫৫।

তা'আলা বিজয় দান করবেন। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অথচ আমরা তার সম্পর্কে এমনটি আশা করিনি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহর রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই দিলেন এবং তার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিলেন।[৪৩]

৪৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭০২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০৭।

বায়'আত
[البيعة]

বায়'আত (البيعة): বায়'আত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ব্যতিরেকে খলীফার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটির মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়:

১। মনোনীত করার মাধ্যমে (الاختيار) অথবা

২। পূর্ববর্তী খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার মাধ্যমে।

উপরের দু'টি পদ্ধতিতেই আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর জন্য খলীফার নিকট বায়'আত গ্রহণ করা আবশ্যক। অতঃপর সাধারণ মুসলিমের পক্ষ থেকে উপস্থিতগণ বায়'আত বা আনুগত্যের শপথ নিবেন।

বায়'আতের বৈশিষ্ট্য [صفة البيعة]

ছাহাবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছেন তা ৫টি:

প্রথম: ইসলামের উপর বায়'আত (البيعة على الإسلام): এটা বায়'আতের শাখাগুলোকে সুদৃঢ় করেছে, আবশ্যক করেছে ও মর্যাদাপূর্ণ করেছে।

ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. [الممتحنة: ١٢]

হে নাবী, যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে

রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু *(সূরা আল মুমতাহিনা ৬০:১২)*।

খ। জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٥٧)، واللفظ له, ومسلم برقم (٥٦)

আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'- এ সাক্ষ্য দেয়ার, ছ্বলাত কায়িম করার, যাকাত দেয়ার, আমীরের কথা শুনার ও মেনে চলার এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করেছিলাম।[88]

দ্বিতীয়: সাহায্য-সহযোগিতার উপর বায়'আত (البيعة على النصرة والمَنَعة): যেমন- আনসারগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য-সহযোগিতা করার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আর তা ছিল মিনাতে অনুষ্ঠিত আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত।

তৃতীয়: জিহাদ করার উপর বায়'আত (البيعة على الجهاد):

ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: ١١١]

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য *(সূরা আত তাওবা ৯:১১১)*।

৪৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ২১৫৭, ছ্বহীহ মুসলিম ৫৬।

খ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [الفتح: ١٨ – ١٩]

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেলে তাদের ওপর এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়ে যা তারা গ্রহণ করবে; আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় *(সূরা আল ফাতহ ৪৮:১৮-১৯)।*

চতুর্থ: হিজরতের (দেশত্যাগের) উপর বায়'আত (البيعة على الهجرة):

মুসলিমদের উপর হিজরত করা ফরযে আইন ছিল। মক্কা বিজয়ের পর তা সমাপ্ত হয়েছে। এখানে হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করা। এটা ছিন্ন হয়েছে। তবে কাফির দেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করা কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে।

عَنْ مُجَاشِعِ بن مَسْعُودِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بَعْدَ الفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ عَلَى الهِجْرَةِ، قَالَ: «قَدْ مَضَتِ الهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا» قُلتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الإِسْلَامِ وَالجِهَادِ وَالخَيْرِ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩٦٢)، ومسلم برقم (١٨٦٣)، واللفظ له.

মুজাশী' ইবনু মাসউদ সুলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার ভাই আবূ মা'বাদকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের পর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম। তারপর বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তাকে হিজরাতের বায়'আত দিন। তখন তিনি বললেন, হিজরাতের দিন শেষ হয়ে গেছে। তার অধিবাসীরা ইতিমধ্যেই তা করে ফেলেছে। তাহলে আপনি কোন বিষয়ে তার বায়'আত নিবেন? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ইসলাম, জিহাদ ও সৎকাজের উপর অটল থাকার বায়'আত হতে পারে।[৪৫]

---

৪৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯৬২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৬৩।

পঞ্চম: শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর বায়'আত (البيعة على السمع والطاعة): মুসলিমদের খলীফা নির্ধারণের সময় ইমামদের নিকট যে বায়'আত দেয়া হয়। এ অধ্যায়ে এ উদ্দেশ্যই নেয়া হয়েছে।

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَه، وَعَلَى أَثَرَة عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٩٩) , ومسلم برقم (١٧٠٩)، واللفظ له)

উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার বায়'আত গ্রহণ করলাম। দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো না, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য কথা বলবো, আল্লাহর জন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবো না।[৪৬]

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٦)، ومسلم برقم (١٧٠٩)، واللفظ له.

উবাদাহ ইবনু সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি যে বিষয়ের বায়'আত নিয়েছিলেন, তা হলো আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর। আর আমরা দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো না। তিনি বললেন, তবে যদি প্রকাশ্য কুফর দেখা যায় ও যার ব্যাপারে আল্লাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে (তখন শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা যাবে না)।[৪৭]

---

৪৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৯৯, ৭০৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

৪৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

বায়'আতের কারণসমূহ [أسباب البيعة]

যেসব অবস্থায় বায়'আত গ্রহণ করা হয়, সেগুলি নিম্নরূপ:

১। খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার জন্য বায়'আত গ্রহণ করা।

২। কোন কারণে খলীফা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হলে মুসলিম জাতির কোন একজন ইমামের আনুগত্যের জন্য বায়'আত করা।

৩। পূর্বের খলীফা কর্তৃক নির্বাচিত খলীফার হাতে বায়'আত করা।

৪। পরবর্তী খলীফার জন্য পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক বায়'আত গ্রহণ করা।

৫। কোন দেশ থেকে যখন কোন এলাকা আলাদা হয়ে যায় ও আনুগত্য পরিত্যাগ করে, তখন সেখানকার জনগণের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করা।

বায়'আতের প্রকারভেদ [أقسام البيعة]

খলীফার বায়'আত দু'প্রকার:

প্রথম: খিলাফত গঠনের জন্য বায়'আত (**بيعة الانعقاد**): আর এটা আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে বায়'আতকৃত ব্যক্তি মুসলিমদের খলীফা নির্ধারিত হন। অনুরূপভাবে এর দ্বারা তার জন্য আনুগত্য ও অনুকরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক যেমনভাবে 'ছাক্বীফাতু বানী সা'এদা'-তে বড় বড় ছাহাবী আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খিলাফতের বায়'আত নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়: সাধারণ বায়'আত (**البيعة العامة**): এটি খিলাফত গঠনের পর সাধারণ মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। যেমনভাবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ 'ছাক্বীফাতু বানী সা'এদা'-তে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বায়'আত নেওয়ার পর অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বায়'আতের মতই পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের বায়'আত ছিল। এরপর মুসলিম জাহানের অন্যান্য শাসকের বায়'আতও ঠিক এরূপই ছিল।

বায়‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ [شروط صحة البيعة]

বায়‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

১। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক বায়‘আত সংঘটিত হওয়া।

২। যার বায়‘আত গ্রহণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইমাম বা শাসক হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া।

৩। যার হাতে বায়‘আত করা হচ্ছে, তার বায়‘আত গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া। তিনি যদি বায়‘আত গ্রহণে সম্মত না হন, তাহলে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৪। বায়‘আত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একজনের জন্য হতে হবে। একের অধিক ব্যক্তির জন্য বায়‘আত হলে তা সঙ্ঘটিত হবে না।

৫। বায়‘আত আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের উপর হতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার এবং মানুষকেও এতদুভয়ের উপর আমল করার নিমিত্তে বায়‘আত হতে হবে।

৬। বায়‘আত স্বাধীনভাবে হতে হবে, প্রত্যেকটি মানুষ স্বেচ্ছায় বায়‘আত করবে, কাউকে বাধ্য করা চলবে না।

বায়‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার এগুলি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সুতরাং এসব শর্ত পূর্ণ হলে বায়‘আত বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে, কোন একটি শর্ত পূর্ণ না হলে বায়‘আত সঙ্ঘটিত হবে না।

বায়‘আত গ্রহণকারী [من يأخذ البيعة]

খলীফা নিজে মুসলিমদের নিকট থেকে বায়‘আত গ্রহণ করবেন। তবে দূরবর্তী অঞ্চলের বায়‘আতের ক্ষেত্রে তিনি নিজেও বায়‘আত নিতে পারেন, আবার তার প্রতিনিধির মাধ্যমেও বায়‘আত নেওয়াতে পারেন।

বায়'আতের ধরন [صور البيعة]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে বায়'আতের কিছু ধরন ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। করমর্দন (المصافحة) ও কথোপকথন (الكلام): যেমনটি 'বায়'আতে রিদ্বওয়ান'-এ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ١٠]

আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতএব, যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পুরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা-পুরস্কার দেবেন *(সূরা আল ফাতহ ৪৮:১০)*।

২। মুছাফাহা বা করমর্দন ব্যতীত শুধু কথোপকথন (الكلام بدون مصافحة): নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে এরূপ বায়'আত গ্রহণ করেছেন। কেননা কোন মুসলিম পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করা জায়েয নেই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)} قال عُرْوَةُ: قالتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قال لَهَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «قَدْ بَايَعْتُكِ». كَلامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلا بِقَوْلِهِ. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧١٣)، واللفظ له, ومسلم برقم (١٨٦٦).

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াত দ্বারা মহিলাদেরকে পরীক্ষা করতেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا
يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে মু'মিন মহিলারা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা[৪৮] যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতিপ্রজ্ঞাময় (১০)। আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায়, অতঃপর যদি তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গনীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে, তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ প্রদান কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (১১)। হে নাবী, যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১২)।

উরওয়াহ বলেন, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এ শর্তে রাযী হতো তাকে আল্লাহর রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একথা বলতেন, 'আমি তোমাকে বায়'আত করলাম। আল্লাহর কসম! বায়'আত গ্রহণে তার হাত কখনও কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু তাদের কথার মাধ্যমে বায়'আত করেছেন।[৪৯]

---

৪৮. কাফির স্বামীরা

৪৯ মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭১৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৬৬।

৩। লিখনীর মাধ্যমে বায়'আত (الكتابة): যেমন- নাজ্জাশী লিখিতভাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ইসলামের বায়'আত দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার ব্যাপারে যিনি খলীফার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছেন তার বিধান

[حكم من بايع الخليفة من أجل الدنيا]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢١٢)، واللفظ له, ومسلم برقم (١٠٨).

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (এক) ঐ ব্যক্তি, যে পথের পাশে অতিরিক্ত পানির মালিক কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (দুই) ঐ ব্যক্তি যে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়'আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ) এ লোকের মনের বাসনা পূর্ণ করলে সে তার বায়'আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়'আত ভঙ্গ করে। (তিন) সে ব্যক্তি যে 'আসরের পর অন্য লেকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে এমন কসম খায় যে, আল্লাহর শপথ! এটার এত দাম হয়েছে। ক্রেতা সেটাকে সত্যবলে বিশ্বাস করে সে জিনিস কিনে নেয়। অথচ সে জিনিসের দাম এত হয়নি।[৫০]

---

৫০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/৭২১২, ছহীহ মুসলিম হা/১০৮।

কিভাবে মানুষ ইমামের নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে

[كيف يبايع الناس الإمام]

১। উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقّ أَيْنَمَا كُنّا، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة برقم (١٧٠٩)، واللفظ له)

আমরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার বায়'আত গ্রহণ করলাম। দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো না, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য কথা বলবো, আল্লাহর জন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবো না।[৫১]

২। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَايَعْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٠٤)، واللفظ له, ومسلم برقم (٥٦)

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার কথা শোনার, তাঁকে মান্য করার ও সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার বিষয়ে বায়'আত করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, যতটা করতে আমি আমি সক্ষম হই।[৫২]

---

৫১. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছুহীহ বুখারী হা/৭১৯৯, ৭০৫৬, ছুহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

৫২ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছুহীহ বুখারী ৭২০৪, ছুহীহ মুসলিম ৫৬।

বায়'আত ভঙ্গের বিধান [حكم نكث البيعة]

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ওয়াজিব। চাই তা মুসলিমদের মাঝে হোক, অথবা কাফির ও মুসলিমদের মাঝে হোক অথবা কোন ব্যক্তি পর্যায়ে হোক।

আর সর্বপ্রকার বায়'আত এসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে, বায়'আতের শ্রেণী অনুযায়ী সেগুলি ভঙ্গের হুকুম উল্লেখ করা হচ্ছে,

১। ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণকারী তা ভঙ্গ করলে তিনি কাফির ও মুরতাদ (দীন পরিত্যাগকারী) বলে গণ্য হবে। ইসলামের উপর বায়'আত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। এ বায়'আত তিনি সকল মুসলিম থেকে নেননি। কেননা অনেক মুসলিম নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেননি। আর তাদের অধিকাংশই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতের উপর হাত রেখে বায়'আত নেননি।

২। মক্কাহ বিজয়ের পর হিজরতের উপর বায়'আত ছিন্ন হয়েছে।

৩। সাহায্য ও জিহাদের ব্যাপারে অথবা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে শারঈ কারণ ব্যতীত তা ভঙ্গ করলে এটা কাবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলে গণ্য হবে। শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর এ বায়'আত ভঙ্গ করা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ।

قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا } [الفتح: ١٠]

আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদাভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই ওপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পুরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন *(সূরা আল ফাতাহ ৪৮:১০)।*

وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». متفق عليه،

أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٣)، ومسلم برقم (١٨٤٩)، واللفظ له.

ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন লোক নিজ আমীরের কাছে খারাপ কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু অবশ্যই জাহিলীয়্যাতের মৃত্যুর মতো।[৫৩]

وَعَنْ جُنْدُب بْنِ عَبْدالله البَجَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». أخرجه مسلم برقم **(١٨٥١)**

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন চুক্তি নেই তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। ছহীহ মুসলিম ১৮৫১।

---

৫৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭০৫৩, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৯।

খলীফার আবশ্যকীয় কার্যাবলী [واجبات الخليفة]

মুসলিম খলীফার আবশ্যকীয় কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১। দীন প্রতিষ্ঠা করা (إقامة الدين): আর তা বাস্তবায়িত হবে দীন সংরক্ষণ, তার উপর আমল, দীনের পথে আহ্বান, দীন শিক্ষা দেয়া, সন্দেহ নিরসন, মানুষের উপর তার প্রয়োগ, আইন কানুন ও দণ্ডবিধি চালুকরণ, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে ফায়ছালা করার মাধ্যমে।[৫৪]

---

৫৪. ইসলামী শরী'আহ-এর বৈশিষ্ট্যঃ

(১). আল্লাহ প্রদত্তঃ এ শরী'আহ প্রণয়ন করেছেন সে মহান স্রষ্টা, যিনি মানুষ ও জগত সৃষ্টি করেছেন এবং জগতের স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের জন্য কী কী সবচেয়ে কল্যাণকর, তা তিনি সম্যক অবগত। অতএব, ইসলামী শরী'আহ সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ও মানবতার জন্য সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর।

(২). এটি বিশ্ব মানবতার জন্যঃ ইসলামী শরী'আহ-এর সমস্ত আহকাম, বুনিয়াদী নীতিমালা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জাতি, দেশ ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

(৩). ব্যাপকতাঃ ইসলামী শরী'আহ-তে রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা, আহকাম ও আইন-কানুন, চাই তা মানুষের আক্বীদা, ইবাদত ও চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক।

(৪). মৌলিকত্ব ও চিরস্থায়িত্বঃ ইসলামী শরী'আহ-এর নীতিমালা মৌলিক এবং এর উৎস সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন বলে তা কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক (সূরা আল-হিজর:৯)।

(৫). পালনে সহজতা প্রদান ও কঠোরতা বিলোপঃ মানুষ যাতে ইসলামী শরী'আহ-এর আহকাম অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই শারঈ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তদুপরি পালন করতে গিয়ে যখনই কেউ কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখনই তার উপর থেকে হুকুমের ভার হালকা করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠোরতা তিনি চান না (সূরা আল-বাকারাহ:১৮৫)। আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি (সূরা আল-হাজ্জ:৭৮)। আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত (সূরা আল-বাকারাহ:২৮৬)।

(৬). বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে চমৎকার সমন্বয়ঃ ইসলামী শরী'আহ একদিকে যেমন ইবাদত পালনের মাধ্যমে মানুষকে আখিরাতমুখী হবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে দুনিয়ার বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও দাবী পূরণের নির্দেশও তাকে দিয়েছে। দুনিয়ার কাজ ও ব্যস্ততার মধ্যেও যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত পালন করে সেদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে, সেসব লোক যাদেরকে

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} ... [ص: ٢٦]

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল *(সূরা সাদ ৩৮:২৬)।*
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} . [النساء: ٥٨]

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা *(সূরা আন নিসা ৪:৫৮)।*

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ও ছ্বলাত ক্বায়িম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে (সূরা আন-নূর:৩৭)। আবার ইবাদত পালনের পাশাপাশি তাদেরকে জীবিকা অর্জনের নির্দেশও প্রদান করা হচ্ছে। ছ্বলাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান কর (সূরা আল-জুমুআ'হ:১০)।

(৭). ব্যক্তি ও সমষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন: ইসলামী শরী'আহ ব্যক্তি ও সমষ্টির কারো স্বার্থহানি না করে সকলের স্বার্থের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখেছে। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিস্বার্থকে কখনো অবজ্ঞা করা হয় না, তবে ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তখন সামষ্টিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

(৮). যুগোপযোগিতা: ইসলামী শরী'আহ প্রগতিশীল। কেননা কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল হতে সক্ষম। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত এটিই আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ ও একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

(৯). উদারতা: ইসলামী শরী'আহ উদারতা সম্পন্ন। এর ফলে এমনকি অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে থাকেন।

(১০). সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরী'আহ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২। আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাবানদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: ٢٦]

রমণীদ্বয়ের একজন কলল, হে আমার পিতা, আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত *(সূরা আল কাসাস ২৮:২৬)।*

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إلا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَان: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى» (أخرجه البخاري برقم (٧١٩٨)

আল্লাহ যাকেই নাবী হিসেবে পাঠান, আর যাকেই খলীফা নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু’জন করে ঘনিষ্ট জন থাকে। একজন তাকে ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর আরেকজন তাকে মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করে। কাজেই নিষ্পাপ ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা‘আলা রক্ষা করেন।[৫৫]

৩। দায়িত্বে সচেতন থাকা ও সকল কার্যাবলী সু-সম্পন্ন করা:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّهُ قَالَ: «أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِه، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِه، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٩٣)، ومسلم برقم (١٨٢٩)، واللفظ له).

ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আমীর বা নেতা তার অধীনস্থ লোকদের উপর দায়িত্ববান এবং তাদের সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের উপর

---

৫৫. ছ্বহীহ বুখারী ৭১৯৮।

দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বাড়ী ও সন্তানের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। গোলাম তার মুনিবের মাল-সম্পদের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। ওহে! তোমাদের প্রত্যেকেই (স্ব স্ব স্থানে) একজন দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।[৫৬]

৪। দায়িত্বপালনে কোমল ও অধীনস্তদের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া, তাদের দোষ-ক্রটি খোঁজ না করা:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (أخرجه مسلم برقم (٥٥)

তামীমদারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সদুপদেশ দেয়াই দীন। আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন: আল্লাহর, তার কিতাবের, তার রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।[৫৭]

وَعَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٥١)، ومسلم برقم (١٤٢)، واللفظ له).

মা’কিল ইবনু ইয়াসার আল-মুযনী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা যাকে জনগণের শাসনভার প্রদান করেন আর সে খিয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।[৫৮]

وَعَنْ مَعْقِلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ». (أخرجه مسلم برقم (١٤٢)

মা‘কিল ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক)

---

৫৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৯৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২৯।

৫৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫১।

৫৮. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৭১৫০, ছ্বহীহ মুসলিম ১৪২।

যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রয়াস না চালায়, তবে সে মুসলিমদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৫৯]

৫। চরিত্রবান হওয়া: আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: ٤].

আর অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত *(সূরা আল ক্বলাম ৬৮:৪)।*

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: ٢٤].

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত *(সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪)।*

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: ١٩٩].

তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক *(সূরা আল আরাফ ৭:১৯৯)।*

৬। দায়িত্বশীল ও কর্মচারীদের কাজের হিসাব গ্রহণ করা:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – رَجُلا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللتْبِيَّةِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: «فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٩٧)، واللفظ له, ومسلم برقم (١٨٣٢)

আবূ হুমাইদ সা‘ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযদ গোত্রের ইবনু উতবিয়া নামের এক লোককে সদাকাহ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো

---

৫৯. ছ্বহীহ মুসলিম ১৪২।

আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না! তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি দেয় না? যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সদাকার মাল হতে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামাত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়াজ করবে, আর গাভী হলে হাম্বা হাম্বা আওয়াজ করবে, আর বকরী হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকবে। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'হাত এ পরিমাণ উঠালেন যে, আমরা তার দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?[৬০]

৭। রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ ও শরীয়াত সম্মত খাতে তা ব্যয় করা: যেমন- যাকাত, অমুসলিমদের নিকট থেকে প্রাপ্ত কর, বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ, যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ ও অন্যান্য প্রাপ্ত সম্পদ- খনিজ সম্পদ ও অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: ١٠٣]

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, অবশ্যই তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ *(সূরা আত তাওবা ৯:১০৩)।*

৮। আল্লাহর পথে আহ্বান করা (الدعوة إلى الله), সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা (والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر):

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.. [النحل: ١٢٥]

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন *(সূরা আন নাহল ১৬:১২৫)।*

---

৬০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ২৫৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৩২।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤]

আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম *(সূরা আলি ইমরান ৩:১০৪)।*

৯। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের মাঝে সন্ধি স্থাপন করা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ١٢٨]

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু *(সূরা আত তাওবা ৯:১২৮)।*

১০। শূরা পরিষদের সাথে আলোচনা করা (مشاورة الإمام أهل الشورى):

সঠিক সিদ্ধান্তে ঐকমত্য হওয়া, পরামর্শকারীদের অন্তর স্বচ্ছ হওয়া, শক্তি-সামর্থ জাতির কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} ... [آل عمران: ١٥٩]

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন *(সূরা আলি ইমরান ৩:১৫৯)।*

১১। কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা (عدم موالاة الكفار):

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.. [المائدة: ٥١]

হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ... **[المائدة: ٥٧]**

হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে, তাদের মধ্য হতে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং কাফিরদেরকে। আর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: ١٣٨ - ١٤٠].

মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর। আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী *(সূরা আন নিসা ৪:১৩৮-১৪০)*।

জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য [واجبات الأمة]

ইমামের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিম্নরূপ:

১। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে ইমামের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা (السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} ... [النساء: ٥٩]

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।*

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ»

(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٤٤)، واللفظ له, ومسلم برقم (١٨٣٩).

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন শ্রবণ করা ও আনুগত নেই।[৬১]

২। ইমামের আনুগত্য পরিহার না করা, তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তার আনুগত্য পরিত্যাগ করতে হবে:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بَعَثَ جَيْشاً وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَاراً، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الآخرونَ: إنّا قَدْ فَرَرْنَا مِنهَا، فَذُكِرَ

---

৬১. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৭১৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৩৯।

ذَلكَ لرَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ، للّذينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فيهَا إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» وَقَالَ للآخَرِينَ قَوْلاً حَسَناً، وَقَالَ: «لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله، إنّمَا الطّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ». متفق عليه (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٣٤٠)، ومسلم برقم (١٨٤٠)، واللفظ له)

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। সে আগুন জ্বালিয়ে তাতে অধীনস্তদের ঝাঁপ দিতে বলল। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হল। অপর দল বলল: যে আগুন থেকে আমরা পলায়ন করেছি, তাতে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হল। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাদের লক্ষ্য করে বললেন: যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে (বের হতে পারতে না)। অপর দলকে উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন: আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল ভালোকাজে।[৬২]

৩। পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করা, ইমামের জন্য দু'আ করা, যারা ইমামের নিকট পৌঁছাতে পারেন এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ ও আলিমদের মাধ্যমে ইমামের নিকট উপদেশ পৌঁছানো:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} ... [الأعراف: ٦٨].

আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণীসমূহ পৌঁছাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত কল্যাণকামী *(সূরা আল আরাফ ৭:৬৮)।*

وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». (أخرجه مسلم برقم (٥٥).

তামীমদারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সদুপদেশ দেয়াই দীন। আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন: আল্লাহর, তার কিতাবের, তার রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।[৬৩]

৬২. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৪৩৪০, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৪০।

৬৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫১।

৪। ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে ইমামকে সাহায্য-সহযোগিতা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ... [المائدة: ٢]

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর *(সূরা আল মায়িদা ৫:২)*।

৫। পরস্পর ধোঁকা দেয়া ও খিয়ানত না করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } ... [الأنفال: ٢٧]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের খিয়ানত করো না। খিয়ানত করো না নিজেদের আমানতসমূহের অথচ তোমরা জান *(সূরা আন আনফাল ৮:২৭)*।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». (أخرجه مسلم برقم (١٠١).

আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে ও আমাদেরকে ধোঁকা দিবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[৬৪]

وَعَنْ زَيْد بن ثَابِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «ثَلاَثُ خِصَالٍ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلاَصُ العَمَلِ لله، وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ الجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ». (صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢١٥٩٠)، وابن حبان برقم (٦٧).

যায়িদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনটি বৈশিষ্ট্য কখনই মুসলিমদের অন্তর থেকে বের

৬৪. ছ্বহীহ মুসলিম গা/১০১।

হয় না। কর্ম একমাত্র আল্লাহরই জন্য হওয়া, নির্দেশ পালনে পরস্পর কল্যাণ কামনা করা, জামা'আত আঁকড়ে ধরা। অতঃপর তাদের আহ্বান পরবর্তীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।[৬৫]

৬। শাসকগোষ্ঠীর যুলম-অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ করা:

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ قال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا؟ قال: «سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَثرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ». (متفق عليه، أخرجه البخاري (٣٧٩٢)، ومسلم (١٨٤٥)، واللفظ له.

উসায়দ ইবনু হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাত করবে এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউয।[৬৬]

وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيّةٌ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٣)، ومسلم برقم (١٨٤٩)، واللفظ له.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে লোক নিজ আমীরের নিকট অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু অবশ্যই জাহিলীয়্যাতের মৃত্যুর মতো।[৬৭]

৭। শাসকগোষ্ঠীর অনুসরণ করতে হবে, যদিও তারা অধিকার না দেয়:

عَنْ سَلَمَةَ بن يَزِيد الجُعْفِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا نَبِيّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فِي الثّانِيَةِ أَوْ

৬৫. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২১৫৯০, ইবনে হিব্বান হা/৬৭।

৬৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৫।

৬৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৯।

فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». (أخرجه مسلم برقم (١٨٤٦).

সালামাহ ইবনু ইয়াযীদ আল জু'ফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নাবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে; কিন্তু আমাদের হক তো তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন। আবারও তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ'আস ইবনু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে (সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন, তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে, আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।[৬৮]

৮। বিশেষ করে ফেতনার সময় এবং সর্বদা মুসলিম জামা'আত ও তাদের ইমাম বা শাসকের সাথে থাকা:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ» قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٦٠٦)، ومسلم برقم (١٨٤٧)، واللفظ له.

হুযাইফা ইবনু ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর আমি তার নিকট

৬৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৬।

প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এ ভয়ে যে, পরে না তা আমাকে পেয়ে বসে। তাই আমি (কোন এক সময়) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের জন্য এ কল্যাণ প্রদান করলেন। এ কল্যাণের পরও কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, এ অকল্যাণের পর কি আবারও অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে ধুম্রতা আছে। আমি বললাম, কী সে ধুম্রতা? তিনি বললেন, তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে যারা আমার প্রবর্তিত পথ ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্যত্র তুমি হিদায়াত খুঁজবে। দেখবে তাদের মাঝে ভালোমন্দ উভয়টাই বিদ্যমান। তখন আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহবানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তাদের পরিচয় তুলে ধরুন। তিনি বললেন হ্যাঁ, তাদের বর্ণ হবে আমাদের মতই এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমরা সে পরিস্থিতির মুখোমুখী হই তবে আমাদেরকে আপনি কি করতে বলেন? তিনি বললেন, তোমরা মুসলিমদের জামা'আত ও ইমামের সাথে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি আমাদের কোন জামা'আত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তা হলে সে সব বিচ্ছিন্নতাবাদ (ফিরকা-ভ্রান্ত দল) থেকে তুমি আলাদা থাকবে- যদিও আমৃত্যু একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাকতে হয়।[৬৯]

عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». (أخرجه مسلم برقم ١٨٤٨)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল। যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে (গোত্রপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করে) অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহ ও তার দীনের জন্য নয়) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে আমার উম্মাতের উপর আক্রমণ করে, আমার উম্মাতের ভালোমন্দ

---

৬৯. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৭।

সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে; মু'মিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে ওয়াদাবদ্ধ তার ওয়াদাও রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই।[৭০]

৯। শরী'আত পরিপন্থী কাজে আমীরদের বিরোধিতা করতে হবে, তবে যতক্ষণ তারা ছ্বলাত আদায় করে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম বর্জন করতে হবে:[৭১]

أَنّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ، مَا صَلّوْا». (أخرجه مسلم برقم (١٨٥٤)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব হবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং তাদের অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল সে নিরাপদ হল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। জিজ্ঞেস করা হলো: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, যতক্ষণ তারা ছ্বলাত আদায় করে।[৭২]

১০। আমীরদের বিরোধিতা করা যাবে না, তাদের গোপনীয় বিষয় মানুষের সামনে প্রকাশ করা যাবে না; বরং গোপনে তাদেরকে নছীহত করতে হবে। খুৎবার মিম্বারে, বক্তব্যের মঞ্চে, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে তাদের দোষত্রুটি প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, এসবগুলিতে ফেতনা রয়েছে:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ } [البروج: ١٠]

---

৭০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৮।

৭১. আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য হারাম:

فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

যদি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়, তবে তা শুনবে না এবং মানবেও না *(ছ্বহীহ মুসলিম হ/১৮৩৯)।*

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন কাজে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই ভালো কাজে *(ছ্বহীহ মুসলিম হ/১৮৪০)।*

৭২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৪।

অবশ্যই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে শাস্তি দেয় তারপর তাওবা করে না তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার শাস্তি *(সূরা আল বুরুজ ৮৫:১০)।*

وَعَنْ عَرْفَجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ».

(أخرجه مسلم برقم (١٨٥٢)

আরফাজাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: তোমাদের এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হবে অথবা তোমাদের জামা'আত বা ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা করো।[৭৩]

১১। শাসনামলের শেষ পর্যন্ত অথবা ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়া অবধি ইমামের শাসন কার্যপরিচালনায় কতিপয় যোগ্যতা থাকা দরকার যাতে চাটুকার ও মুনাফিকদের থেকে নিরাপদ থাকা যায়: যেমন- রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খলীফা রাশিদীনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট ছিল।

৭৩. ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৫২।

আল্লাহর অবাধ্য বিষয়ে খলীফার আনুগত্য করার শাস্তি

[عقوبة طاعة الخلفاء في المعصية]

দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য মানুষ এমন শাসকদের আনুগত্য করে যারা বিদ'আতী কাজে, আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন কাজের আদেশ দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের ঈমান বের করে নিবেন, ভীতি চাপিয়ে দিবেন, অভাবে ফেলবেন, এমনকি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا} [الطلاق: ٨ – ٩]

আর অনেক জনপদ তাদের রব ও তার রসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়েছে। ফলে তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে আমি কঠিন আযাব দিয়েছি। অতএব তারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে আর ক্ষতিই ছিল তাদের কাজের পরিণতি *(সূরা আত ত্বলাক ৬৫:৮-৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ٥٤]

আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যখন তারা তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম। তোমাদের রব তার নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এরপরে শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু *(সূরা আন আন'আম ৬:৫৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: ٣٢].

বল, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না *(সূরা আলি ইমরান ৩:৩২)*।

অবাধ্য সম্প্রদায়কে ইমামের পরিত্যাগ করার বিধান

[حكم هجر الإمام أهل المعاصي]

ইমাম তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। জন সংশোধনের জন্য ইমামের কিছু আদাব-শিষ্টাচার রয়েছে। এ আচরণ অবাধ্য ও গুনাহের ভিন্নতায়, ঈমান ও ইলমের ভিন্নতায়, মুর্খতা, ভুলে যাওয়া ও জিদ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِك –وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ– قال: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِك قال: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا. (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٢٥)، واللفظ له, ومسلم برقم (٢٧٩٦).

আব্দুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। কা'ব অন্ধ হয়ে যাবার পর তার ছেলেদের মধ্যে হতে তিনি তাকে (কা'ব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিককে বলতে শুনেছি যে, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গমন করা থেকে পিছনে রয়ে গেলেন। তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে থাকলাম। এরপর আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুলের কথা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জানিয়ে দিলেন।[৭৪]

---

৭৪ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৭২২৫, ছ্বহীহ মুসলিম ২৭৯৬।

দ্বি-মুখী নীতি অবলম্বনের বিধান

[حكم ذي الوجهين]

কোন ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে কোন বিচারক/শাসকের প্রশংসা করা জায়েয নয়, যিনি তার অগোচরে নিন্দা করেন; এরূপ করা মুনাফিকী। আর খারাপ মানুষই এরূপ দ্বি-মুখী নীতি অবলম্বন করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٧٩)، واللفظ له, ومسلم برقم (٢٥٢٦)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন - দু‘মুখো লোকেরা সবচেয়ে খারাপ যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে আবার ওদের কাছে আরেক চেহারা নিয়ে যায়।[৭৫]

وَعَنْ مُحَمَّد بن زَيْد بْنِ عَبْدالله بْنِ عُمَرَ قال: قالَ أُنَاسٌ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قال: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا. (أخرجه البخاري برقم (٧١٧٨)

মুহাম্মদ ইবনু যায়দ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন লোক ইবনু উমারকে বলল, আমরা আমাদের শাসকের কাছে গিয়ে তার এমন কথা বলি, তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর সে কথার উল্টো বলি। তিনি বলেন, আমরা এটাকেই নিফাক (মুনাফিকী বা কপটতা) বলে গন্য করতাম।[৭৬]

---

৭৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৭১৭৯, ছ্বহীহ মুসলিম ২৫২৬।

৭৬. ছ্বহীহ বুখারী ৭১৭৮।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা [نظام الحكم في الإسلام]

শাসন ব্যবস্থায় খলীফার শ্রেণীবিন্যাস: শাসকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম: ন্যায়পরায়ণ শাসক (الإمام العادل المقسط): এমন শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব-আবশ্যক। তার বিরোধিতা করা হারাম।

দ্বিতীয়: কাফির ও মুরতাদ শাসক (الحاكم الكافر والمرتد): এমন শাসকের আনুগত্য পরিত্যাগ করা ওয়াজিব-আবশ্যক। এমনকি তার বিরোধিতা করা, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও ওয়াজিব। কেননা কোন কাফির মুসলিমদের নেতৃত্ব দিতে পারে না।

তৃতীয়: ফাসিক (পাপাচারী) শাসক (الإمام الفاسق): তার দু'টি অবস্থা-

১। ফাসিক শাসক যদি ফিসক (পাপাচার) অন্যের মাঝে সম্প্রসারিত করে, জাতির মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয়, সেদিকেই আহ্বান করে তখন তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ওয়াজিব। আর মু'মিনদের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত।

২। যদি শাসকের ফিসক (পাপাচার) শাসক নিজেই কমিয়ে দেন, আর প্রবল ধারনা জন্মে যে, বিরোধিতা করলে ফেতনা সৃষ্টি হবে, তবে এমন শাসকের বিরোধিতা করা জায়েয (বৈধ) নয়। আর ফিতনা প্রতিহতের নামে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াও বৈধ নয়।

ন্যায়পরায়ণ ইমাম/শাসকের রাজনীতি [سياسة الإمام العادل]

রাজনীতি (السياسة): এমন সমস্ত পদ্ধতি যার দ্বারা দীন ও দুনিয়ার সৃষ্ট জীবের শান্তি বজায় থাকে।[৭৭]

---

৭৭. ব্যাপক অর্থে সিয়াসাহ কথাটি রাষ্ট্র (الدَّوْلَةُ) ও ক্ষমতার (السُّلْطَةُ) সাথে সম্পৃক্ত। সেজন্য এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

هِيَ اسْتِصْلاَحُ الْخَلْقِ بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُنَجِّي فِي الْعَاجِل وَالْآجِل، وَتَدْبِير أُمُورِهِمْ

'দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি দিতে পারে- মানুষকে এমন পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সংশোধন ও তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে চাওয়ার নাম সিয়াসাহ'।

বুজাইরিমী রহিমাহুল্লাহ বলেন, هِيَ إِصْلاَحُ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، وَتَدْبِيرِ أُمُورِهِمْ 'সিয়াসাহ বা রাজনীতি (السِّيَاسَةُ) হচ্ছে প্রজাদের কার্যাদী সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করা'।

আলিমগণ কখনও সিয়াসাকে 'আল-আহকামুস সুলতানিয়া' (الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ) অথবা 'আস-সিয়াসাতুশ শার'ইয়্যাহ' (السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ) অথবা 'আস-সিয়াসাতুল মাদানিয়্যাহ' (السِّيَاسَةُ الْمَدَنِيَّةُ) বলে থাকেন। *আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিইয়্যাহ আল-কুয়েতিইয়্যাহ, [২৫/২৯৪]*

সিয়াসাহ (سِيَاسَةٌ) বা রাজনীতি হচ্ছে শাসনের মূল, যা শাসকের কার্যাবলী ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। বৃহত্তম নেতৃত্ব (الإِمَامَةَ الْكُبْرَى) বা রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে (رِئَاسَةَ الدَّوْلَةِ) সিয়াসাহ বা রাজনীতি বলা হয়।

أَنَّ السِّيَاسَةَ: فِعْل شَيْءٍ مِنَ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ الْفِعْل دَلِيلٌ جُزْئِيٌّ

সিয়াসাহ হচ্ছে: শাসক কর্তৃক এমন কর্ম সম্পাদন করা, যাতে বিশেষ কোন কল্যাণ আছে বলে তিনি মনে করেন-যদিও ঐ বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোন প্রমাণ না থাকে। *বাহরুর রায়েক, ৫/১১, হাশিইয়াতু ইবনে আবিদীন, ৫/১১।*

ইবনু কাইয়ূম আল জাওজী রহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফেঈ ও ইবনে আক্বীলের বরাতে সিয়াসাহ বা রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন: আত-ত্বরিক্বুল হুকমীইয়া ফিস সিয়াসাতিশ শার'ইয়্যাহ, ১/২৯।

فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد

ইমাম শাফেঈ বলেন, শরী'আতের অনুকূলে না হলে তা কোন রাজনীতিই নয়। আর ইবনে আক্বীল বলেন, সিয়াসাহ এমন কর্মকান্ডের নাম, যার মাধ্যমে জনকল্যাণ হয় ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে মানুষ মুক্ত থাকে। হাদীছে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাইলের নাবীগণ তাদের নেতৃত্ব (تسوسهم الأنبياء।) দিতেন, (তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন) এক নাবীর মৃত্যু হলে তার স্থলে আরেক নাবী আসতেন, কিন্তু আমার পর কোন নাবী নেই, তবে অনেক খলীফা হবে। ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৮৭১।

সিয়াসাহ (রাজনীতি) -এর প্রকারভেদ:

এক: আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ/শারঈ রাজনীতি/ইসলামী রাজনীতি। এটা আবার দু’প্রকার-

ক. সিয়াসাহ আদেলাহ (سِيَاسَة عَادِلَة): ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজনীতি।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ يَسُوسُونَ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَكَانَ الْحُكْمُ وَالسِّيَاسَةُ شَيْئًا وَاحِدًا

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার খুলাফায়ে রাশিদীন দুনিয়া ও দ্বীনের বিষয়ে মানুষকে পরিচালিত করতেন। এটাই ছিল তাদের রাজনীতি। তাদের শাসন ও রাজনীতি একই ছিল। আল-মাউসূ‘আতুল ফিক্বহিইয়্যাহ আল-কুয়েতিইয়্যাহ, [২৫/২৯৮]

যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হলো, তখন শরী‘আ ও রাজনীতি আলাদা করা হলো। শাসকগণ কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ব্যতীতই শাসনকার্য পরিচালনা করতো। মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ১১/৫৫১, ২৫/৩৯২।

খ. সিয়াসাহ যালিমাহ (سِيَاسَة ظَالِمَة): স্বৈরাচারী রাজনীতি। শরী‘আত যা হারাম করেছে।

দুই: আস-সিয়াসাতুল বিদ‘ইয়্যাহ বা বিদ‘আতী রাজনীতি

বিদ‘আতী বায়‘আতের কারণে মুসলিমরা আসল বায়‘আতের তাৎপর্য, উপকারিতা, ফযীলত থেকে বঞ্চিত। একতাবদ্ধতার বিপরীতে তারা বিভক্ত হয়েছে। আর আসল ইমারত দখল করে নিয়েছে ত্বাগূত, যারা ইসলাম ও মুসলিমকে নির্বাসিত করেছে।

তিন: আস-সিয়াসাতুজ জাহিলিয়্যাহ বা জাহিলী রাজনীতি: অমুসলিমদের নিকট থেকে আমদানীকৃত বিভিন্ন মতবাদ ও তার উপর ভিত্তি করে গঠিত রাজনীতি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন-গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইত্যাদি। তারা ইসলামী শরী‘আ বর্জন করেছে: হুদূদ চালু করেনি, কিছাছ ক্বায়েম করেনি, দিয়াত গ্রহণ করেনি। বরং সূদ হালাল করেছে, ব্যভিচার চালু করেছে, মদের অনুমতি দিয়েছে, বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়েছে ইত্যাদি, যা বলে শেষ করা যাবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»

তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহূদী-নাছারা? তিনি বললেন, তবে কারা? ছহীহ বুখারী, হা/৭৩২০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৯৯৪।

রাষ্ট্রনীতি দু'ধরনের: অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি।[৭৮]

রাজনৈতিক দল গঠন করার বিধান:

বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলেম রাজনৈতিক দল গঠন করা ও একাধিক দলে বিভক্ত হওয়া জায়েয (বৈধ) মনে করেন না। কেননা তাতে জাতি বিভক্ত হয়। সঊদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড 'আল-লাজনা আদ্-দায়েমা'-এর পক্ষ থেকে শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এ মত পেশ করেন। কারণ তাতে মুসলিমদেরকে দীনি ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়, যা বৈধ নয়। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন মত পেশ করেন যে, কুরআন-সুন্নাহয় এরূপ দল ও জামা'আত গঠন করার প্রমাণ নেই, বরং তা গর্হিত কাজ। আল-ফিকহুল মুইয়াসসার, ১৩/১২৮।

৭৮. শারঈ রাজনীতির বিধান:

শারঈ রাজনীতি (**السياسة الشرعية**): যা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত (**هي القائمة على الكتاب والسنة**)। আর সেটা হবে শাসকের পক্ষ থেকে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে (**وذلك بالعدل من الراعي والسمع والطاعة من الرعية**)। ফাতাওয়া লাজনা আদ দায়িমা, প্রথম খন্ড, ২৩/৪০১। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হক্বদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা করবে *(সূরা আন নিসা ৪:৫৮)।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٥٩)﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের *(সূরা আন নিসা ৪:৫৮-৫৯)।*

কুরআন রাজনীতির মূলনীতি বিবৃত করেছে, তার নিয়ম-কানুন প্রকাশ করেছে এবং রাজনীতির সকল পথ সুস্পষ্ট করেছে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, মূল: আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানক্বীতি

রাজনীতি হচ্ছে, মানুষের কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পদ্ধতির নাম।

এটা দু'ভাগে বিভক্ত: ১। অভ্যন্তরীণ, ২। বাইরের (পররাষ্ট্রনীতি)।

বাইরের রাজনীতি (পররাষ্ট্রনীতি) দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) **শত্রুর মূলোৎপাটন ও তাকে পরাজিত করার জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা।** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

‘আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবেলার জন্য যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে’ *(সূরা আল-আনফাল, ৮:৬০)*।

(২) **ঐ শক্তিকে ঘিরে মযবুত ঐক্য গড়ে তোলা (জামা‘আত বদ্ধ হওয়া)।**

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

‘তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না’ *(সূরা আলে ইমরান ৩: ১০৩)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

‘তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে’ *(সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬)*।

কুরআন নিয়ম ব্যক্ত করেছে যে, এ রাজনীতি রক্ষা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে সন্ধি ও চুক্তি করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আবার দরকার পড়লে শত্রুদের মুখের উপর চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ

‘এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে’ *(সূরা আত-তাওবা ৯:৪)*। তিনি আরো বলেন,

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

‘যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা-সরল থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো’ *(সূরা আত-তাওবা ৯:৭)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

‘আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের (চুক্তি ভঙ্গের) আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুড়ে দাও’*(সূরা আল-আনফাল ৮:৫৮)*। তিনি আরো বলেন,

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

‘আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে: আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত’ *(সূরা আত-তাওবা ৯:৩)*। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিচ্ছেন।

কুরআন আরো হুকুম দিচ্ছে যে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও কুটচাল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাদেরকে কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! শত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকো' *(সূরা আন-নিসা ৪:৭১)*। তিনি আরো বলেন,

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ

'আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র বহন করবে। কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমাদের যদি অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে' *(সূরা আন-নিসা ৪:১০২)*। এরূপ অনেক আয়াত আছে।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যায় প্রতিহত করা এবং অধিকারসমূহ ন্যায্য পাওনাদারের কাছে প্রত্যার্পণ করা। **অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ৬টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা-**

১। দীন ইসলামের হেফাযত করা: ইসলামী শরী'আত দ্বীনকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে তাগিদ দিয়েছে। এ জন্য রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

'যে মুসলিম তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা কর'। ছহীহ বুখারী, হা/৩০১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/; মুসনাদে শাফেঈ, হা/; মুসনাদে আহমাদ, হা/; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৫৩৫; সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪৩৫১; সুনানে তিরমিযী, হা/১৪৫৮; সুনানে নাসাঈ, হা/৪০৫৯।

এ আইনের উদ্দেশ্য দ্বীনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন ও তা নিয়ে খেলা করার পথ চূড়ান্তভাবে রোধ করা।

২। জীবন রক্ষা করা: আল্লাহ মানুষের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই কিছাছ তথা হত্যার বদলে হত্যার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

কিছাছের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন *(সূরা আল বাকারা ২:১৭৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

কাউকে বিনা কারণে হত্যা করা হলে তার কিছাছ নেয়ার বিধান আল্লাহ তোমাদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন *(সূরা আল বাকারা ২:১৭৮)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

আর যে ব্যক্তি মযলূম অবস্থায় তথা বিনা কারণে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবককে আমি কিছাছ দাবী করার অধিকার দান করেছি *(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩৩)*।

৩। আক্বল বা বিবেক রক্ষা: মানুষের বিবেক রক্ষা করার গুরুত্ব দিয়েছে পবিত্র কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি: ইমাম জনসাধারণকে ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত করবে, তাদের প্রতি অন্যায় করবে না।

পররাষ্ট্রনীতি: এটা অমুসলিমদের সাথে আচরণ ও লেন-দেনের বিষয়। অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণ শাসকের চারটি অবস্থা রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও *(সূরা আল মায়িদা ৫:৯০)।* কেননা এগুলো বিশেষ করে মদ, জুয়া মানুষের বিবেক লোপ করে দেয়। হাদীছে এসেছে,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম। যে বস্তু বেশি পরিমাণ সেবন করলে নেশা হয়, তার অল্পও হারাম। ছহীহ: ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৯২, ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৪৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩, তিরমিযী, হা/১৮৬৪, নাসাঈ, হা/৫৫৮২। আর মানুষের বিবেককে রক্ষার স্বার্থেই মদপানকারীকে দণ্ডিত করার আইন করা হয়েছে।

৪। **বংশ রক্ষা:** বংশের ধারাকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ ব্যভিচারের দণ্ড প্রণয়ন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। *(সূরা আন নূর ২৪:২)।*

৫। **মান-সম্মান রক্ষা:** মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য অপবাদ দানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর *(সূরা আন নূর ২৪:৪)।*

৬। **সম্পদ রক্ষা:** ধন-সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ চোরের হাত কাটার আইন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

আর চোর পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি *(সূরা আল মায়িদা ৫:৩৮)।*

অতএব সুস্পষ্ট হলো যে, কুরআনের অনুসরণই মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সকল স্বার্থ ও কল্যাণকে নিশ্চিত করার যিম্মাদার।

মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম), মুস্তামিন (নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম), জিম্মি (জিযিয়া প্রদানকারী অমুসলিম), হারবী (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম)।

১। মুয়াহিদ (المعاهدون): অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের কোন বিষয়ে এরূপ চুক্তি হওয়া যে, কেউ কারো উপর অন্যায় বাড়াবাড়ি করবে না। যদি তারা চুক্তির উপর অটল থাকে তাহলে আমাদের উপরও অটল থাকা ওয়াজিব। আর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে হারবীরূপে (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম) গণ্য হবে। যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে, কিন্তু আমাদের উত্তেজিত করতে থাকে, তাহলে আমরা তাদের নিরাপত্তা দিব না, আর চুক্তি তাদের প্রতি ছুড়ে ফেলব।

২। মুস্তামিন (المستأمنون): যারা কোন বিষয়ে নিরাপত্তা চায় তাদের সাথে অন্যায় বাড়াবাড়ি জায়েয নয়।

৩। জিম্মি (الذميون): যারা জিযিয়া (অমুসলিমদের নিকট থেকে ধার্যকৃত কর) প্রদান করতে বাধ্য। এরূপ অমুসলিমের সাথে অন্যায় বাড়াবাড়ি করা যাবে না, বরং তাদের অধিকার পূর্ণ করতে হবে।

৪। হারবী (الحربيون): মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফির। তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহর দীন বিজয়ী হয় - হয় তারা আনুগত্য স্বীকার করে মুসলিম হবে অথবা জিযিয়া প্রদান করবে।

খলীফা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারটি বিষয় অনুযায়ী তার রাজনীতি পরিচালনা করবে।

১। জ্ঞান (العلم): আল্লাহর শরীয়াত বিষয়ে খলীফা জ্ঞানী হবেন, যদি তিনি এ বিষয়ে অক্ষম হন তাহলে আল্লাহর শরীয়াতে অভিজ্ঞ সমসাময়িক আলিমদের সাহায্য নিবেন। তিনি যুগের অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞানবান হবেন।

২। ইবাদত (العبادة): খলীফা ইবাদত, আমল ও চরিত্রের দিক থেকে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হবেন। তিনি যেন অন্যের জন্য আদর্শবান হন।

৩। দা'ওয়াত-আহ্বান (الدعوة): খলীফা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলাম গ্রহণের জন্য পত্র বিনিময় করবেন। সৎকাজের আদেশ দিবেন ও অসৎকাজের নিষেধ করবেন।

৪। পরিচালনা (السياسة): ন্যায়ের (আদল) ভিত্তিতে মানুষকে পরিচালিত করা।

ইসলামী শাসন পদ্ধতি [قواعد نظام الحكم في الإسلام]

শাসন পদ্ধতির মূলনীতি নিম্নরূপ:

১। আশ-শূরা - الشورى (পরামর্শ করা): ইমাম/খলীফা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে শূরা পরিষদের সাথে পরামর্শ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ... [الشورى: ٣٨].

তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় *(সূরা আশ শূরা ৪২:৩৮)।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } ...[آل عمران: ١٥٩]

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন *(সূরা আলি ইমরান ৩:১৫৯)।*

২। কাফির হোক আর মুসলিম হোক সকল মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার (العدل) করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: ٩٠].

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর *(সূরা আন নাহল ১৬:৯০)।*

৩। অধিকারের ব্যাপারে সকল মানুষের প্রতি সমতা বজায় রাখা (المساواة بين الناس في الحقوق):

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فِي امْرَأَةٍ، فقال: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٧)، واللفظ له, ومسلم برقم (٦٦٨٨).

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, উসামাহ এক মহিলার ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের আগেকার সম্প্রদায়সমুহ ধবংস হয়ে গেছে। কারণ তারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উপর শারীয়াতের শাস্তি কায়েম করত। আর শরীফ (উচ্চ শ্রেণী) লোকদের অব্যহতি দিত। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ফাতিমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৭৯]

৪। **মানুষের সম্মান সুরক্ষিত রাখা (حماية كرامة الإنسان):** কাফির হোক আর মুসলিম হোক সকল মানুষের সম্মান বজায় রাখা। কাউকে অসম্মান করা অথবা অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত করা বৈধ নয়। তবে কাউকে অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা অপমানকর নয়, বরং তাকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্য করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: ٧٠]

আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি *(সূরা আল ইসরা ১৭:৭০)।*

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ فِي حجة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا». (متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩)

আবু বাক্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন: তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মানহানী

---

৭৯. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৮৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৬৮৮।

তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন।[৮০]

৫। মানবিক স্বাধীনতা (الحرية الإنسانية): মানবিক সম্মান রক্ষার্থে স্বাধীনতা বজায় রাখা আবশ্যক। দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি নেই। মুক্ত চিন্তা করার ও সত্য কথা বলার স্বাধীনতা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি মতামতের স্বাধীনতা ও গঠনমূলক সমালোচনা করা ইসলামে বৈধ করা হয়েছে।

ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٥٦]

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ *[সূরা আল বাকারা ২:২৫৬]।*

খ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس: ١٠١]

বল, আসমানসমূহ ও যমীনে কি আছে তা তাকিয়ে দেখ। আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ এমন কওমের কাজে আসে না, যারা ঈমান আনে না *[সূরা ইউনুছ ১০:১০১]।*

৬। জাতি শাসকের তত্ত্বাবধান করবে, শাসক অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও নাগরিকদের তত্ত্বাবধান করবে (رقابة الأمة للحاكم، ورقابة الحاكم للولاة والرعية):

খলীফা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিনয়ী হবেন। খলীফার আনুগত্য করা ওয়াজিব যদি তিনি আল্লাহ ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালিত করেন। আর যদি তিনি আল্লাহ ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালিত না করেন তাহলে তাকে অপসারণ করা হবে এবং অপর কোন যোগ্য ব্যক্তি শাসক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। ইমাম হচ্ছে দায়িত্বশীল। প্রজাদের ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন।

---

৮০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৬৭, ছ্বহীহ মুসলিম ১৬৭৯।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: ٢٧]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজেদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জান *[সূরা আল আনফাল ৮:২৭]*।

ইসলামী নেতৃত্বের প্রকারভেদ [أقسام الولايات في الإسلام]

নেতৃত্ব চার প্রকার:

১। সমগ্র রাষ্ট্রের সাথে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন-মন্ত্রীগণ।

২। নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাথে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন-কোন অঞ্চলের আমীরগণ। তারা ঐ অঞ্চলের সকল কর্মকান্ডের সাথেই জড়িত থাকবে।

৩। সমগ্র রাষ্ট্রের সাথে জড়িত কিন্তু নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। যেমন-প্রধান বিচারপতি অথবা রাজস্ব বোর্ডের প্রধান ইত্যাদি।

৪। নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধীনে নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। যেমন- কোন শহরের বিচারক অথবা রাজস্ব আদায়কারীগণ।

দায়িত্বশীলের পদবিন্যাস [وظائف الولاة]

পদবিন্যাস দু'প্রকার: মন্ত্রনালয়, আঞ্চলিক সরকার।

১। মন্ত্রনালয়: এটা দু'প্রকার-

ক। নির্বাহী মন্ত্রনালয় (মন্ত্রিপরিষদ): রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইমাম/খলীফা নিজে যাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটা বর্তমান যুগের মন্ত্রিপরিষদের ন্যায়। খলীফার পর এটাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিষদ। এ পরিষদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

খ। বাস্তবায়ন মন্ত্রনালয় (সচিবালয়): নির্বাহী মন্ত্রনালয়ের চেয়ে এটির মর্যাদা কম। এ মন্ত্রনালয় ইমামের নির্দেশ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। নাগরিক ও দায়িত্বশীল এবং ইমামের মাঝে সমন্বয় করে কার্য পরিচালনা করেন।

২। আঞ্চলিক সরকার: রাষ্ট্রের কোন অঞ্চল বা শহরের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইমাম কর্তৃক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আঞ্চলিক সরকার গঠিত হয়।

খলীফা/ইমাম বা শাসকের বিরোধিতা করার বিধান

[حكم الخروج على الأئمة]

ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিপক্ষে অবস্থান করার বিধান (حكم الخروج على الإمام العادل): ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিরোধিতা করা কোন ব্যক্তি অথবা দলের জন্য জায়েয নয়। যারা তার বিরোধিতা করবে তাদের প্রতিহত করা হবে, তাদের অন্যায় বাড়াবাড়ি দমন করা হবে, এমনকি প্রয়োজনে তাদের হত্যা করা হবে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ... [الحجرات: ٩]

আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে

দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন *(সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)।*

২। আরফাজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»
(أخرجه مسلم برقم (١٨٥٢)

তোমাদের এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা কর।[৮১]

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٦١١)، ومسلم برقم (١٠٦٦)، واللفظ له).

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: অচিরেই শেষ যুগে (কিয়ামাতের পূর্বে) এমন এক সম্প্রদায়ের আর্বিভাব ঘটবে যারা অল্প বয়স্ক ও স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন হবে। তারা সৃষ্টি জগতের মধ্যে ভাল ভাল কথা বলবে, তারা কুরআন মাজীদ পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার নিচে যাবে না। তীর যেভাবে ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপ বেরিয়ে বেরিয়ে যাবে। অতএব, তোমরা তাদের সাথে মুখোমুখী হলে তাদের হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদেরকে যারা হত্যা করবে তারা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবে।[৮২]

৮১. ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৫২।

৮২. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৩৬১১, ছ্বহীহ মুসলিম ১০৬৬।

অন্যায়কারী ইমামের (শাসকের) বিরোধিতা করার বিধান

[حكم الخروج على الإمام الجائر]

জালিম ও পাপাচারী শাসকদের বিরোধিতা অস্ত্রের মাধ্যমে করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তাদের অত্যাচার ও পাপাচার প্রকাশ্য কুফুরী বলে গণ্য হবে, ছ্বলাত পরিত্যাগ করবে অথবা আল্লাহ তা‘আলার অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জাতিকে পরিচালিত করবে। তবে অস্ত্রের মাধ্যমে শাসকদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা (শক্তি, সামর্থ) থাকতে হবে।

শাসকের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির সময় ফিতনার আশঙ্কা, রক্তপাত ঘটানো, ঐক্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে ধৈর্য ধারণ করা জাতির জন্য আবশ্যক। তাদের বিরোধিতা না করা যতক্ষণ না কোন সাহায্য আসে।

আর যদি তাদের পাপাচার বন্ধ হয়, তবে বিরোধিতা করবে না। বরং পরস্পর কল্যাণ কামনা করবে, উপদেশ দিবে, আল্লাহর অবাধ্য না হলে শাসকের অনুগত থাকবে, আনুগত্য পরিত্যাগ করবে না।

১। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«مَنْ رَأى مِنْ أمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلَيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٤٣)، ومسلم برقم (١٨٤٩)

কেউ যদি তার আমীর (শাসক) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে কেউ জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলীয়্যাতের মৃত্যু।[৮৩]

২। আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم برقم (١٨٣٩)

---

৮৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী ৭১৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৪৯।

যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয় ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমীরের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।[৮৪]

৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ». (أخرجه مسلم برقم (١٨٣٦)

তুমি অবশ্যই আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে তোমার সংকটকালে ও স্বাভাবিক সময়ে, অনুরাগ ও বিরাগে এবং যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে তখনও।[৮৫]

৪। উবাদাহ ইবনে সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ الله – صلى الله عليه وسلم – عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاَئِمٍ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٩٩)، ومسلم برقم (١٧٠٩)، واللفظ له – كتاب الإمارة)

আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ মর্মে বায়‘আত করলাম যে, সুখে দুখে আনন্দ-বেদনায় আমাদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দিলেও আমরা তার কথা শুনব ও মানব। দায়িত্বশীলদের নির্দেশের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হব না। যেখানেই থাকি না কেন সত্যের উপর অটল থাকব কিংবা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করব না।[৮৬]

---

৮৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩৯।

৮৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩৬।

৮৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৯৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

৫। উসায়দ ইবনু হুযায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

أَنّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم –، فَقَالَ: أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَناً؟ فَقَالَ: «إِنّكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتّى تَلقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٧٩٢)، ومسلم برقم (١٨٤٥)، واللفظ له.

একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাত করবে এবং তোমাদর সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউয।[৮৭]

৬। সালামাহ ইবনু ইয়াযিদ আল-জুফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

يَا نَبِيّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمّ سَأَلَهُ فِي الثّانِيَةِ أَوْ فِي الثّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمّلْتُمْ» (أخرجه مسلم برقم (١٨٤٦)

হে আল্লাহর নাবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু তারা আমাদের হক তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন।আবার তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ'আস ইবনু কায়স তাকে (সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন, তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।[৮৮]

৭। আওফ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«خِيَارُ أَئِمّتِكُمُ الّذِينَ تُحِبّونَهُمْ وَيُحِبّونَكُمْ، وَيُصَلّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمّتِكُمُ الّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلعَنُونَكُمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسّيْفِ؟

---

৮৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৫।

৮৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৬।

فَقَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ» (أخرجه مسلم برقم ١٨٥٥)

তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালোবাস আর তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু‘আ করে, তোমরাও তাদের জন্য দু‘আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের তরবারী দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন: না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছ্বলাত কায়িম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।[৮৯]

৮। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সূত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ، مَا صَلَّوْا» (أخرجه مسلم برقم ١٨٥٤)

তোমাদের উপর এরূপ কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং অপছন্দ করবে। যে তাদের অপছন্দ করল সে মুক্তি পেল এবং যে প্রত্যাখান করল সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে (তাদের প্রতি সন্তুষ্ট) থাকল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতি গ্রস্ত হলো)। লোকেরা জানতে চাইল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছ্বলাত আদায়কারী থাকবে।[৯০]

---

৮৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৫।

৯০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৪।

ইমাম/শাসকের বিরোধিতা করার প্রকরণ [أنواع الخروج على الأئمة]

শাসকের বিরোধিতা করার কতিপয় অবস্থা:

- খলীফার নেতৃত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে বিরোধিতা করা।
- খলীফাকে সাবধান করার মাধ্যমে বিরোধিতা করা।
- তার আনুগত্য ও সহযোগিতা পরিত্যাগের মাধ্যমে বিরোধিতা করা।
- তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিরোধিতা করা।
- সামনাসামনি প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা।
- অস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করা পূর্বক বিরোধিতা করা:

  অস্ত্র দ্বারা ইমামের বিরোধিতা করা খাওয়ারীজ অথবা বিদ্রোহীদল অথবা ছিনতাইকারী দল অথবা ন্যায়সঙ্গত দলের জন্য পাপিষ্ঠ ইমামের বিরোধিতা করাও আবশ্যক নয়, যতক্ষণ না অপরাধ সংঘটিত হয়।

সুতরাং মুসলিম ইমাম হোক সে ন্যায়পরায়ণ অথবা ফাসিক অথবা অন্যায়কারী তার বিরোধিতা করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকাশ্য কুফুরী বলে গণ্য হয়।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة برقم (١٧٠٩)، واللفظ له).

উবাদাহ ইবনু সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আহবান করলেন। আমরা তার কাছে বায়'আত করলাম। আমাদের থেকে যে ওয়াদা তিনি গ্রহন করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণরূপে শোনা ও মানার উপর বায়'আত করলাম। আমরা দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করব না। কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা।[৯১]

---

৯১. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

শাসকের নেতৃত্বের সমাপ্তী [انتهاء ولاية الحاكم]

তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে শাসকের নেতৃত্বের পরিসমাপ্তী ঘটে।

১। খলীফার মৃত্যু হলে (موت الخليفة): কেননা জীবিত সময়ের জন্যই খলীফা নিয়োগ করা হয়।

২। খলীফা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে (خلع الخليفة نفسه): তার পদে অন্য কেউ আসলে তা অপন্দনীয় নয়। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা খলীফার মৃত্যুর অবস্থা ধরা হবে।

৩। অবস্থার প্রেক্ষাপটে অপসারণ করা (عزله لتغيُّر حاله): দু’টি কারণে নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়: ন্যায়পরায়ণতা বিনষ্ট হলে, আর শারীরিকভাবে অক্ষম হলে।

ফিসকের (পাপাচার) মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা বিনষ্ট হওয়া: হারাম কাজ সম্পাদন করা, অশ্লীলতার উপর অটল থাকা, হারাম প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

শারীরিক অক্ষমতা: স্নায়বিক দুর্বলতা, বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া, বেহুশ হওয়া, অবশ হওয়া ইত্যাদি যা তার কথা ও কর্মের উপর প্রভাব ফেলে।

খলীফাকে অপসারণ (বরখাস্ত) করার কারণসমূহ

[أسباب عزل الخليفة]

নিম্নে বর্ণিত কতিপয় দোষের যে কোন একটির কারণে ইমাম/খলীফাকে অপসারণ করা হয়:

১। কুফরী করা ও ইসলাম পরিত্যাগ করা (الكفر والردة عن الإسلام)।

২। ছ্বলাত পরিত্যাগ করা (وترك الصلاة)।

৩। ছ্বলাতের প্রতি আহ্বান পরিত্যাগ করা (وترك الدعوة إليها)।

৪। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান বাস্তবায়ন না করা (ترك الحكم بما أنزل الله)।

৫। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া অথবা শারীরিক অক্ষমতা। কেননা বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর শারীরিক অক্ষমতা (অবশ হওয়া, বধির হওয়া, বোবা হওয়া ইত্যাদি) এর কারণে কর্ম সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ পায়।

অক্ষম অথবা পথভ্রষ্ট খলীফা/ইমামকে অপসারণের পদ্ধতি

ইমামকে অপসারণের কতিপয় উপায় রয়েছে।

প্রথম: খলীফা/ইমাম নিজে পদত্যাগ করবে। ইমাম যখন উপলব্ধি করবে যে, খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তিনি অক্ষম, আর তার দ্বারা রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয় তখন তিনি পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়: পথভ্রষ্ট ইমামের নিকট আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে। পথভ্রষ্টতার কারণগুলি উল্লেখ করে তারা ইমামকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করবেন। খলীফা যদি পথভ্রষ্টতার উপর অটল থাকে তাহলে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ইমামকে অপসারণের সম্ভবপর সকল উপায় অবলম্বন করবে। তবে শর্ত হচ্ছে কাঙ্খিত বিশৃঙ্খলা দূর করতে যেন বড় কোন বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়। আর অস্ত্র ও যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবিলা করা যাবে না, কেননা তা ফিতনার কারণ হতে পারে, রক্তপাত ঘটতে পারে অথবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
 - শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
 -ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল
৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা
 - শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
 -আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী
৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
 - আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন
 - সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন
৭. কিতাবুল ঈমান
 - ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ
৮. কিতাবুত তাওহীদ
 - মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
৯. কিতাবুত তাওহীদ
 - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ
 -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১১. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
 - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১২. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
 -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া
১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১৬. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৯. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২০. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২১. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

২২. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৪. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী

২৫. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

৩০.মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম

৩১. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির

৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)-সাজ্জাদ সালাদীন

৩৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

৩৮. তাইসীরুল ‘আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)-প্রথম খণ্ড

- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্‌সাম